ইসরায়েলে অস্ত্র রফতানি বন্ধে সব দেশের প্রতি আহ্বান সৌদি যুবরাজের

সারে-জমিন

ফিলিস্তিনে গণহত্যার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জমিয়তের

রূপসী বাংলা

ফিলিস্তিন প্রশ্নে ভারত নিজের অবস্থান থেকে দূরে সরে যাচ্ছে

সম্পাদকীয়

অঙ্গনওয়াড়িতে নিম্নমানের খাবারের অভিযোগ

সাধারণ

শ্রীলঙ্কা থেকে সরিয়ে নেওয়া হল অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
২২ নভেম্বর, ২০২৩
৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
৭ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 18 ■ Issue: 314 ■ Daily APONZONE ■ 22 November 2023 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

পাঠ্যবইয়ে এবার রামায়ণ, মহাভারত অন্তর্ভুক্ত করবে এনসিআরটিই

আপনজন ডেস্ক: এনসিইআরটি কর্তৃক গঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি সামাজিক বিজ্ঞানের স্কুল পাঠ্যক্রম সংশোধন করে রামায়ণ এবং মহাভারতের মতো মহাকাব্য অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছে। কমিটির চেয়ারপার্সন সিআই ইসাক জানিয়েছেন, কমিটি শ্রেণিকক্ষের দেওয়ালে সংবিধানের প্রস্তাবনা লেখার ও সুপারিশ করেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত বছর গঠিত সাত সদস্যের কমিটি সামাজিক বিজ্ঞানের চূড়ান্ত পজিশন পেপারের জন্য বেশ কয়েকটি সুপারিশ করেছে, যা নতুন এনসিইআরটি পাঠ্যপুস্তক বিকাশের ভিত্তি স্থাপনের জন্য একটি মূল নির্দেশমূলক দলিল। ১৯ সদস্যের ন্যাশনাল সিলেবাস অ্যান্ড টিচিং লার্নিং ম্যাটেরিয়াল কমিটি (এনএসটিসি) জুলাই মাসে এই ক্লাসগুলির পাঠ্যক্রম, পাঠ্যপুস্তক এবং শেখার উপকরণ চূড়ান্ত করার জন্য কমিটির সুপারিশটি বিবেচনা করতে পারে। তিনি বলেন, কমিটি রামায়ণ এবং মহাভারতের মতো মহাকাব্যগুলি সামাজিক বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচিতে শিক্ষার্থীদের শেখানোর উপর জোর দিয়েছে। কিশোর বয়সে শিক্ষার্থীরা শপ্রেম এবং জাতির জন্য গর্ব মনোভাব গড়ে তোলে। প্রতি বছর বহু শিক্ষার্থী দেশ ছেড়ে অন্য দেশের নাগরিকত্ব নেওয়ার কারণ দেশপ্রেমের অভাব।

রাজ্যের নতুন ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন সৌরভ গাঙ্গুলি

বাংলায় আরও ২০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগের ঘোষণা আম্বানির

আপনজন ডেস্ক: রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান ও এমডি মুকেশ আম্বানি আগামী তিন বছরে পশ্চিমবঙ্গে অতিরিক্ত ২০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছেন। আম্বানি বলেন, নতুন বিনিয়োগ ডিজিটাল লাইফ সল্যুশন, রিটেইল এবং বায়ো-এনার্জি ক্ষেত্রে হবে।

মঙ্গলবার নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে গ্লোবাল বিজনেস সামিটে (বিজিবিএস) মুকেশ আম্বানি বলেন, ডিজিটাল লাইফ সল্যুশন, রিলায়েন্স রিটেইল ফুটপ্রিন্ট বৃদ্ধি এবং বায়ো-এনার্জির জন্য আমরা আগামী তিন বছরে বাংলায় অতিরিক্ত ২০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা করছি।

তিনি অতীতে বাংলায় বিনিয়োগের করা উল্লেখ করে বলেন, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ গত কয়েক বছরে রাজ্যে প্রায় ৪৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে। রিলায়েন্স বাংলার প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে কোনও প্রচেষ্টা ছাড়বে না। সপ্তম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের প্রথম দিনে প্রধান আকর্ষণ ছিলেন মুকেশ আম্বানিই। তিনি পরিকল্পনা করেই বাংলায় বিনিয়েগের কথা ঘোষণা করেন। তিনি যে আগাম প্রস্তুতি নিয়ে এসেছেন তা তার বক্তব্যের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার মন প্রাণে যে বাংলার ক্ষেত্র নিহিত ছিল তা বোঝা যায় তিনি যখন বাঙালির আবেগকে উসকে দিয়ে ভাঙা বাংলায় বলেন, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি। তিনি বলতে দ্বিধাবোধ করেননি যে বাংলা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। সে প্রসঙ্গ টেনে তিনি মন্তব্য করেন, বাংলা দ্রুত গতিতে উন্নতি করছে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলা আজ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠায় উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে যার জন্য আত্মবিশ্বাসী হওয়াই স্বাভাবিক।

এদিন মঞ্চে মুকেশ আম্বানিকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে ভূয়সী প্রশংসা করতে দেখা যায়। তিনি বুঝিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাজের মানুষ। উন্নয়নের সারথী। সেটা যে কথার কথা নয়, তার জন্য অটল বিহারি বাজপেয়ীর মন্তব্যকে তুলে ধরেন। বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে অন্যান্য শিল্পদের প্রতি বার্তা দিয়ে মুকেশ আম্বানি বলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটলবিহারী বাজপেয়ীর কথা ধার করেই বলতে হয়, আপনিই বাংলার প্রকৃত অগ্নিকন্যা। আপনার মধ্যে রয়েছে সংগ্রামের চাপা আগুন। আপনার দুরদর্শিতা এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা দেখেই বাংলার মানুষ আপনাকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছে। যেভাবে আপনার নেতৃত্বে বাংলার অর্থনীতি এগিয়ে চলেছে তা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। বাংলার জিডিপি-ই বলে দিচ্ছে, এই রাজ্য এখন বিনিয়োগের জন্য কতটা উর্বর।

বাংলার অর্থনীতি আর কিছুদিনের মধ্যে দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থানে উঠে আসবে বলে আশাপ্রকাশ করেন মুকেশ আম্বানি। আম্বানির ধারণা, বাংলার এই অগ্রগতি চলতে থাকলে শীঘ্রই এশিয়ার শিল্পপ্রধান দেশ যেমন সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডের মতো দেশগুলির অর্থনীতিকে টেক্কা দেবে। সেদিন বেশিদূর নয়। কারণ, বাংলার অর্থনীতি সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতো ছুটছে। মমতার জন্যই যে বাংলা লগ্নির জন্য আদর্শ স্থান তা বুঝিয়ে দেন মুকেশ আম্বানি। আর এর জন্য মমতার প্রখর দূরদর্শিতার কথা তুলে ধরেন। আম্বানি বলেন, মমতাদির দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বের জন্যই বাংলায় লগ্নির আদর্শ পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তাই এই রাজ্য এখন বিনিয়োগের অন্যতম গন্তব্য স্থান। আমাদের কাছেও বাংলা এখন বিনিয়োগের অন্যতম গন্তব্য। মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে 'সোনার বাংলা' আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

তিনি আরও বলেন, ইতিমধ্যেই রাজ্যে ৪৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে রিলায়্যান্স শিল্পগোষ্ঠী। এবার আগামী তিন বছরে আরও ২০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে রিলায়্যান্স গোষ্ঠী। এই বিনিয়োগে প্রধান নজর থাকবে জিয়োর প্রসারেও যদিও আম্বানি জানান শুধু জিয়োর প্রতি নজর নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জৈব শক্তি উৎপাদন ও কৃষিক্ষেত্রকে ডিজিটালি আরও উন্নত করার জন্য বিনিয়োগ করা হবে। কিন্তু টেলি যোগাযোগের দিগন্তকে আর বাড়াতে জিয়োকে বাংলার আরও প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিতে তিনি বদ্ধপরিকর। এ প্রসঙ্গে জানান, কলকাতা জোনে ইতিমধ্যে জিয়ো ৯৮ শতাংশ মোবাইল ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে গেছে জিয়ো, তাকে ১০০ শতাংশ ব্যবহারকারীদের কাছে পৌঁছে দিতে চান আম্বানি। এভাবেই বাংলায় বিনিয়োগ করার কথা তিনি জানান। এছাড়া, বিশ্ববাংলার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এবার থেকে বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত হস্তশিল্প এবং তাঁতের সামগ্রী পাওয়া যাবে রিলায়েন্স রিটেল আউটলেটেও।আগামী ২ বছরের মধ্যে ১০০০-১২০০ রিটেল আউটলেট করবে রিলায়েন্স।

অন্যদিকে, মমতার স্বপ্নের কালীঘাট মন্দিরের উন্নয়নে নিবেদিত প্রাণ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন মুকেশ আম্বানি। মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে কালীঘাটে স্কাই ওয়াক সহ নানা পরিকল্পনা নিয়েছেন। এবার কালীঘাটের সার্বিক উন্নয়নে নামতে চান আম্বানি।

এ প্রসঙ্গে আম্বানি জানান, এটা আমার ও স্ত্রী নীতা এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় সাধের প্রকল্প। কালীঘাট মন্দিরের "আসল গৌরব" ফেরাতে সংস্কার ও আধুনিকীকরণ করবে রিলায়েন্স গোষ্ঠী। ঐতিহ্যকে অটুট রেখে এই কাজ করা হবে। 'জয় বাংলা' বলে বক্তব্য শেষ করেন মুকেশ আম্বানি।

অন্যদিকে, এদিন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন মঞ্চে মহারাজকে ডেকে নিয়ে তার হাতে বাংলার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর-এর নিয়োগপত্র তুলে দেন।

মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন সফরে মাদ্রিদ গিয়েছিলেন সৌরভ গাঙ্গুলি। তারপর আবার বিশ্ব বাংলা সম্মেলনে সৌরভ মুখ্যমন্ত্রী এক মঞ্চে। বাংলার ব্র্যান্ড আম্বাসাডরের নিয়োগপত্র পেয়ে সৌরভ বলেন, রাজ্যে সত্যিই বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। উপস্থিত শিল্পপতিদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান, আপনারা আসুন বাংলায়।

সাব-সি ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন, শিল্প করিডোর হবে রাজ্যে: মমতা

আপনজন ডেস্ক: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলবার সপ্তম বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের উদ্বোধনকালে রাজ্যের রফতানি দ্বিগুণ করা, লজিস্টিকের আধুনিকীকরণ এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনকে উৎসাহিত করার পরিকল্পনা সহ বেশ কয়েকটি নতুন নীতি ঘোষণা করেছেন।

পূর্বাঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগ উন্নত করতে বায়ো-ফুয়েল এবং দিঘার সমুদ্র-রিসোর্টে একটি নতুন সাব-সি ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপনের জন্য একটি নীতিও ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের অর্থনীতি ৮.৪১ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং চলতি অর্থবছরে জিডিপি ২১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে। ফোর্বস ইন্ডিয়ার সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে জিডিপির দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। পেট্রো-কেমিক্যালস থেকে শুরু করে রিটেইল টাইকুন মুকেশ আম্বানি, জ্বালানি ব্যারন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা এবং উইপ্রোর রিশাদ প্রেমজি-সহ ব্যবসায়ী নেতাদের এক বৈঠকে তিনি জানান, উত্তরবঙ্গের ডানকুনি-কল্যাণী, তাজপুর বন্দর-রঘুনাথপুর, ডানকুনি-ঝাড়গ্রাম এবং দুর্গাপুর থেকে কোচবিহার সহ চারটি নতুন শিল্প করিডোর গড়ে তোলা হবে। মুখ্যমন্ত্রী প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী এবং প্রধান প্রধান উপদেষ্টা অমিত মিত্র জানিয়েছেন, পূর্ব ভারতের বৃহত্তম লজিস্টিক হাব ডানকুনিতে ইতিমধ্যে স্টোরেজ সাইলোথেকে পণ্য পরিবহণের জন্য ৯ কিলোমিটার কনভেয়ার বেল্ট রয়েছে। বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কোরিয়া, জাপান, জার্মানি ও ফ্রান্সসহ ৩৫টি দেশের কয়েকশ কোম্পানি অংশ নিচ্ছে। বিজেপি শাসিত কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে মমতা বলেন, আমি দুঃখের সঙ্গে বলতে চাই যে রাজ্য কেন্দ্রের কাছ থেকে কোনও আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে না। আমরা জিএসটির আমাদের অংশ পাচ্ছি না এবং এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পের অধীনে মজুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, বাংলা শান্তি ও সুশাসনের একটি মডেল। উইপ্রোর চেয়ারম্যান রিশাদ প্রেমজি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ আইটি শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য সঠিক নীতিগত পরিবেশ সরবরাহ করে। আরপিজি-র সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলেন, তার সংস্থা গত কয়েক বছরে রাজ্যে ২৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে কারণ দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ধর্মঘট এবং অস্থিরতার যুগ অতীত বলে।

জ্ঞানবাপির সমীক্ষা রিপোর্ট জমার শেষ দিন ২৮ নভেম্বর

আপনজন ডেস্ক: বারাণসী জেলা আদালত ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (এএসআই)-কে জ্ঞানবাপি মসজিদ প্রাঙ্গণে পরিচালিত বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য আরও ১০ দিন সময় দিয়েছে। এর আগে ১৭ নভেম্বরের মধ্যে সমীক্ষা রিপোর্ট জমা দিতে বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। এখন এএসআইকে রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। বারাণসীর জেলা জজ ড. এ কে বিশ্বেশা রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য সময় বাড়ানোর জন্য এএসআইয়ের আবেদনের ভিত্তিতে এই আদেশ জারি করেছিলেন। এএসআই আবেদনে বলেছিল যে তারা অনুশীলনের প্রতিটি দিককে অন্তর্ভুক্ত করে বিশদ সমীক্ষা রিপোর্ট প্রস্তুত করেছে এবং কেবলমাত্র গ্রাউন্ড পেনিট্রেটিং রাডার (জিপিআর) ব্যবহার করে পরিচালিত প্রতিবেদনের প্রস্তুতি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যার জন্য এটি সম্পন্ন করতে আরও ১৫ দিন সময় লাগবে।

প্রসঙ্গত, গত ২১ জুলাই চার মহিলা বাদীর আবেদনের ভিত্তিতে এএসআই-এর সমীক্ষার নির্দেশ দেয় জেলা জজ আদালত।

মোদি 'অশুভ' তাই ভারতের হার, কটাক্ষ রাহুল গান্ধির

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে অশুভ বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন যে তার প্রবেশের ফলে গত রবিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ২০২৩ বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচে ভারত হেরে গেছে।

রাজস্থানের জালোরে এক নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কটাক্ষ করে বলেন, আমাদের ছেলেরা প্রায় বিশ্বকাপ জিতছিল, কিন্তু 'খারাপ লক্ষণ' তাদের হেরে যেতে বাধ্য করেছিল। ওয়ানাডের কংগ্রেস সাংসদ তাঁর পুরানো বক্তৃতায় অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর (ওবিসি) প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করার জন্য এবং পরে তাদের উন্নয়নের জন্য কিছু না করার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ওবিসি সংখ্যায় বেশি তবে কেন্দ্র তাদের উন্নয়ন সম্পর্কে উদ্বিগ্ন নয়। আগামী ২৫ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় রাজস্থান বিধানসভা নির্বাচনের জন্য মঙ্গলবার ইশতেহার 'জন ঘোষণা পত্র' প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। রাজ্যে ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করা দলটি পুনরায় ক্ষমতায় এলে জনগণের জন্য সাতটি অঙ্গীকার ঘোষণা করেছে।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান

DANBIR ACADEMY

দানবীর অ্যাকাডেমি

প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত

ভর্তি চলছে

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪ ● আবাসিক বালক বিভাগ

স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান

দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ

আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।

বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২

9143076708 9734387558

আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো ● এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

মূল আরাবিসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ:)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

◆ বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম।
◆ সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ।
◆ সঠিক বাংলা উচ্চারণ
◆ বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারির কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা।
◆ পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবি ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ।
◆ প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০
- বজ্রকলম ২৫০
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০
- পুস্তক সম্রাট ৯০
- অনন্য জীবন ১৫০
- মুসাফির ১১০
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০
- রক্তমাখা ডায়েরী ৩০

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন
বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন-০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ৩১৪ সংখ্যা, ৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০, ৭ জমাদিয়াল আউয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

শান্তির আশা

‘ব্রে এক অস্বস্তিকর টলায়মান বিশ্বপরিস্থিতি সার্বিকভাবে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি করিতেছে। বিশ্বব্যাপী নিরাপত্তা এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য আরো কত শত বত্সর অপেক্ষা করিতে হইবে–কেহ জানে না। সারা বিশ্বেই ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক সংঘাত, শক্তি প্রর্দশনের চাঁদমারি হইয়া উঠিয়াছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। বিশ্বের বেশির ভাগ দেশ যুদ্ধ, সন্দেহ, বিভাজন ও সংঘাতের পরিবর্তে শান্তি, বিশ্বাস, সহমর্মিতা ও সহযোগিতা চাহে। চাহে বটে, কিন্তু ‘চাওয়া ও পাওয়া’র ভিতরে বিস্তর ব্যবধান দৃশ্যমান। বলা হইতেছে, সকলের স্বার্থেই বিশ্বে সমঝোতা প্রয়োজন। জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস গত বুধবার সংবাদ সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, প্রকৃত ও বাস্তব সমাধানের জন্য এখন সময় আসিয়াছে একত্রিত হইবার। তাহার মতে, রাজনীতি মানেই সমঝোতা, কূটনীতি মানেও সমঝোতা এবং কার্যকর নেতৃত্বও সমঝোতা।

খুবই চমত্কার কথা। কিন্তু চারিদিকে যখন রাজনৈতিক অস্থিরতায় মানবতা পদদলিত হইতেছে, ক্রমশ গুরুতর হইতেছে জলবায়ু পরিস্থিতি, বাড়িতেছে জীবনযাত্রার ব্যয়-সংকট, তখন দেশে দেশে ক্রমবর্ধমান সংঘাত সম্পূর্ণ বিশ্বকে আরো নাজুক করিয়া তুলিতেছে। গত পাঁচ দশকে একটি বহুমুখী বিশ্ব গড়িয়া উঠিয়াছে। অনেকে মনে করেন, বহুমুখিতা ভারসাম্যের একটি কারণ হইতে পারে। কিন্তু উহাকে যেন থিওরিটিক্যাল কথা বলিয়া মনে হইতেছে। তাহা না হইলে এই বহুমুখী বিশ্বে কেন ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা, বিভাজন, স্বার্থের ভিন্নতা, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভিন্ন সংস্কৃতি কেন ভারসাম্য না আনিয়া বিপর্যয় আনিতেছে? সমস্যাটা আসলে কোথায়? কতদিন চলিবে এই বিপর্যয়কর টলায়মান পরিস্থিতি? প্রতিটি দেশই চাহে শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যত্। কিন্তু শান্তি, উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও সুশাসনের ক্ষেত্রে ঘাটতি বাড়িতেছে দিকে দিকে। সংকটে পড়িতেছে মানবতা। বহু মেরুর বিশ্ব ও অর্থনীতির বিশ্বায়ন বিকশিত হইতেছে বটে, কিন্তু পানিও ঘোলা হইতেছে তাহার সহিত। চীন কোরীয় উপদ্বীপে অস্থিতিশীলতা, ফিলিস্তিনের জনগণের বৈধ নাগরিক অধিকার, ইরানের পরমাণু ইস্যুর পাশাপাশি সিরিয়া, সুদান, লিবিয়া ও ইয়েমেন সংকটেরও রাজনৈতিক সমাধান কোথায়? আফ্রিকার জনগণ আর কতদিন বিশ্ব মোড়লদের চাঁদমারি হইয়া থাকিবে?

এই রাজনৈতিক অস্থিরতার পাশাপাশি অর্থনীতি ও জলবায়ু পরিবর্তন বিশ্বকে নূতন নূতন অভাবিত সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া দিতেছে। লিবিয়ায় অভাবিত ও অতি বিপর্যকর বন্যায় কয়েক দিনের ব্যবধানে ২০ হাজারের কাছাকাছি মানুষ মারা গিয়াছে। অন্যদিকে বিশ্বের রাজনৈতিক অস্থিরতা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করিতেছে বিশ্বের অর্থনীতিকে। টমাস ফ্রিডম্যান তাহার ‘দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ফ্ল্যাট’ গ্রন্থে লিখিয়াছেন, বিশ্বায়নের কারণে বিশ্ব সকলের নিকট সমান ও অনুরূপভাবে উন্মুক্ত হইয়া উঠিতেছিল। সহযোগিতা এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও সংস্থাগুলির নূতন করিয়া পাওয়া ক্ষমতা বিশ্বকে আরো সমতাপূর্ণ ও সমশ্রেণিভুক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি ইহার বিপরীতে বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতাও বৃদ্ধি করিয়াছে। বিশ্বায়নের অন্যতম অঙ্গ–বাণিজ্য উদারীকরণ, বাণিজ্যিক ঘাটতিকে অস্থিতিশীল পর্যায়ে বাড়াইয়া দিয়াছে।

দেখা যাইতেছে, ভূরাজনৈতিক এই বিভাজন যেন আমাদের ক্রমশ ‘ভূত’ বানাইয়া দিতেছে। ভূতের যেমন পিছন দিকে পা থাকে, সামনে অগ্রসর হইলেও ভূত আসলে পিছনের দিকেই চলিয়া যায়; আমরা তেমনি যত সামনের দিকে আগাইতে চেষ্টা করিতেছি ততই যেন পিছাইয়া পড়িতেছি। এই যখন অবস্থা, তখন বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রের কি ভালো থাকিবার সুযোগ রহিয়াছে? কিংবা কোনো দেশ চাহিলেই কি নিজের মতো করিয়া ভালো থাকিতে পারিবে? রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন–‘বহুদিন মনে ছিল আশা/ ধরণীর এক কোণে/ রহিব আপন-মনে;/ ধন নয়, মান নয়, একটুকু বাসা/ করেছিনু আশা।’ সেই আশায় এখন গুঁড়েবালি। আসলে বিনিসুতার মালার মতো বিশ্বের সকলে মিলিয়া একটি একক মালা। এই মালায় কোথায় সুতা ছিঁড়িয়া গেলে, কোথাও কোনো ফুলে পচন ধরিলে তাহার অভিঘাত অন্য ফুলের উপরও পড়িতে বাধ্য। সুতরাং সম্মিলিত সুষ্ঠু বুদ্ধি, স্যাক্রিফাইস ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমেই কেবল বিশ্বশান্তি আসিতে পারে। কিন্তু তাহাতে যে অনেকের ‘লোকসান’ হইবে। কিন্তু যাহাদের লোকসান হইবে, তাহারা যদি ‘লাভ’ ব্যতীত আর কিছু না বুঝেন–তাহা হইলে উপায় কী? উপায় আমাদের জানা নাই।

ফিলিস্তিন প্রশ্নে ভারত নিজের অবস্থান থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে

গাজায় চলমান ইসরায়েল-হামাস সংঘাতের বিষয়ে ভারত যে শক্ত অবস্থান নিয়েছে, সেটি দিল্লির পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের বাঁকবদলকে স্পষ্ট করে। স্বাধীনতার পর কয়েক দশক ধরে ভারতের যে বিশ্বদৃষ্টি জারি আছে, তা মূলত ভারতের ঐতিহাসিক ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আদল পেয়েছে। ভারত ২০০ বছর একটি বিদেশি শক্তির উপনিবেশ হিসেবে কাটিয়েছে। শীতল যুদ্ধের সময় দেশটি সেই ঔপনিবেশিক দেশটির পক্ষ নেয়নি। কারণ, এর মধ্য দিয়ে ভারত বৈশ্বিক নীতিনির্ধারক কোনো শক্তির পক্ষে নাম লিখিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তিকে বলি দিতে রাজি ছিল না। লিখেছেন **শশী থারুর**।

গাজার চলমান ইসরায়েল-হামাস সংঘাতের বিষয়ে ভারত যে শক্ত অবস্থান নিয়েছে, সেটি দিল্লির পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের বাঁকবদলকে স্পষ্ট করে।

স্বাধীনতার পর কয়েক দশক ধরে ভারতের যে বিশ্বদৃষ্টি জারি আছে, তা মূলত ভারতের ঐতিহাসিক ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আদল পেয়েছে।

ভারত ২০০ বছর একটি বিদেশি শক্তির উপনিবেশ হিসেবে কাটিয়েছে। শীতল যুদ্ধের সময় দেশটি সেই ঔপনিবেশিক দেশটির পক্ষ নেয়নি। কারণ, এর মধ্য দিয়ে ভারত বৈশ্বিক নীতিনির্ধারক কোনো শক্তির পক্ষে নাম লিখিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তিকে বলি দিতে রাজি ছিল না।

এই আধুনিক বিশ্বে এখন কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন একটি মোহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে ‘জোট নিরপেক্ষতা’র (যেটিকে পরাশক্তিগুলোর মধ্যে ভারসাম্যমূলক দূরত্ব বজায় রাখার ধারণা বলা যেতে পারে) জন্ম হয়েছে। তবে শীতল যুদ্ধের সময়ের ভারতের জোটনিরপেক্ষ থাকাটা সম্ভবত এখনকার চেয়েও অনেক কঠিন ছিল।

ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটানোর একটি নেতৃস্থানীয় কণ্ঠস্বর হিসেবে ভারত সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে একটি নৈতিক অবস্থান নিয়েছিল। ভারতের এই অবস্থানকে প্রায়ই পশ্চিমাবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। তবে সে সময়ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি ভারতের অবিচল আনুগত্য এবং নিজ ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে থাকা বৈচিত্র্যের প্রতি দেশটির শ্রদ্ধা প্রদর্শন পশ্চিমা উদারপন্থীদের মুগ্ধ করে আসছিল।

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত প্রশ্নে ভারত সেই জোটনিরপেক্ষ নীতির পথে অবিচল ছিল। ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘে তৎকালীন ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন–এই দুই ভাগে বিভক্ত করার যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল, ভারত তার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। কারণ, দেশভাগের যন্ত্রণা ভারতের উপলব্ধিতে ছিল। কারণ, ওই বছরই আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের নামে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছিল। এ কারণে ভারত চেয়েছিল ফিলিস্তিনে একটি অবিভক্ত স্বাধীন সার্বভৌম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হোক, যেখানে ইহুদি ও আরবরা পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে।

ইসরায়েল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারত ইসরায়েলের সঙ্গে কনস্যুলার লেভেলে চার দশক ধরে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। অবশেষে ১৯৯২ সালে ভারত ইসরায়েলে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে। এ ছাড়া প্রথম অন-আরব দেশ হিসেবে ভারত ১৯৭৪ সালে ফিলিস্তিনি জনগণের বৈধ প্রতিনিধি হিসেবে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে (পিএলও) স্বীকৃতি দেয়। ভারতই প্রথম অন-আরব দেশ, যে কিনা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছিল (১৯৮৮ সালে)। কিন্তু পাকিস্তানের মাটিকে কেন্দ্র করে ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠীর উত্থান ইসরায়েলের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ককে ধীরে ধীরে উষ্ণ করে তোলে। কারণ, ভারতের মতো ইসরায়েলকেও ইসলামি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। এর জের ধরে ইসরায়েলের সঙ্গে ভারতের নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা সহযোগিতা বাড়তে শুরু করে। তাদের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ধীরে ধীরে গভীর হতে থাকে।

তবে ভারতের উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মুসলমানের ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতি থাকার কারণে ভারতের সরকারগুলো পিএলওর প্রতি সমর্থন বজায় রেখে এসেছে।

তবে ইসরায়েলের সঙ্গে ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ইদানীং নিবিড়তর হয়েছে। ইসরায়েল ভারতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আহরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে উঠেছে। ইসরায়েল এখন ভারতের গোয়েন্দা সহযোগিতার একটি বিশ্বস্ত অংশীদার। বলা হচ্ছে, নরেন্দ্র মোদির ক্রমবর্ধমান স্বৈরাচারী সরকার অভ্যন্তরীণ প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের শায়েস্তা করতে যেসব নজরদারি সফটওয়্যার ব্যবহার করছে, সেগুলোর সরবরাহকারী দেশ হলো ইসরায়েল।

পিএলওর চেয়ারম্যান ও ফিলিস্তিনের জাতীয় কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত যখন ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাপ্তি চেয়েছিলেন, তখন ভারত দুই রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের সমর্থক হয়ে ওঠে।

তবে ইসরায়েলের সঙ্গে ভারতের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ইদানীং নিবিড়তর হয়েছে। ইসরায়েল ভারতের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আহরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে উঠেছে। ইসরায়েল এখন ভারতের গোয়েন্দা সহযোগিতার একটি বিশ্বস্ত অংশীদার। বলা হচ্ছে, নরেন্দ্র মোদির ক্রমবর্ধমান স্বৈরাচারী সরকার অভ্যন্তরীণ প্রতিপক্ষ ও সমালোচকদের শায়েস্তা করতে যেসব নজরদারি সফটওয়্যার ব্যবহার করছে, সেগুলোর সরবরাহকারী দেশ হলো ইসরায়েল।

মোদিই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি ইসরায়েল সফর করে সেখানে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। নেতানিয়াহুও দুবার ভারত সফর করেছেন। এসব ঘটনা এই দুই নেতার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্কের আভাস দেয়।

গত ৭ অক্টোবর হামাস ইসরায়েলে হামলা চালিয়ে প্রায় ১ হাজার ৩০০ ইসরায়েলি নাগরিককে হত্যা এবং দুই শতাধিক লোককে অপহরণ করার পর মোদি ত্বরিতগতিতে টুইট করেছিলেন, ‘ইসরায়েলের দুঃসময়ে তার পাশে আছি।’

এরপর তিনি ইসরায়েলের প্রতি সংহতি জানিয়ে আরও একটি টুইট করেন। মোদির ক্ষমতাসীন দল বিজেপির সমর্থকেরা (ভারতের মুসলমানদের প্রতি যাদের বিদ্বেষের কথা গোপন কিছু নয়) ইসরায়েলের কঠোর প্রতিক্রিয়ায় উল্লাস প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু গাজায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এবং আশপাশের এলাকা, হাসপাতাল ও উপাসনালয় ধ্বংসের খবর ছড়িয়ে পড়ার পর ভারত তার একপেশে অবস্থান নিয়ে পুনর্বিবেচনা করতে শুরু করে।

ইসরায়েলের হামলার বেশ কয়েক দিন পর ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একটি বিবৃতি জারি করেছে। তাতে ভারত ‘ইসরায়েলের সঙ্গে নিরাপদ ও স্বীকৃত সীমানার মধ্যে বসবাসকারী ফিলিস্তিনের একটি সার্বভৌম, স্বাধীন এবং কার্যকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সরাসরি আলোচনা পুনরায় শুরু করার’ আহ্বান জানায়।

মোদির টুইটার-আঙুল অবশ্য এবার আর আগের মতো দ্রুততায় ফিলিস্তিনিদের রক্ষায় এগিয়ে আসেনি। তিনি যখন আবার টুইট করলেন, তখন তিনি তাতে আল-আহলি হাসপাতালে বোমা হামলার কারণে নিরীহ মানুষের প্রাণহানির ঘটনায় শোক প্রকাশ করে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসকে ফোন করেছিলেন বলে বর্ণনা দিয়েছেন। আব্বাস (যাঁর দল ফাতাহ ২০০৭ সালে হামাসের দ্বারা গাজা থেকে বিতাড়িত হয়েছিল) রামাল্লায় রয়েছেন এবং গাজা ছিটমহলের ওপর তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তারপরও মোদি স্পষ্টতই ধারণা করেছেন, এর আগের টুইটে ইসরায়েলের প্রতি তাঁর ঝুঁকে পড়ার বিষয়টির সঙ্গে আব্বাসের সঙ্গে তাঁর টেলিফোনের কথোপকথনটি একটি ভারসাম্য তৈরি করবে।

মোদির টুইট অনুসারে, তিনি এখন ‘ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে ভারতের দীর্ঘস্থায়ী নীতিগত অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন।’ কিন্তু বাস্তবতা হলো, যখন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ‘অবিলম্বে মানবিক যুদ্ধবিরতি’ ঘোষণা দেওয়ার জন্য ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে, তখন ভারত সেই প্রস্তাবে ভোট দেওয়া থেকে বিরত ছিল।

কারণ হিসেবে ভারত বলেছে, প্রস্তাবটি ৭ অক্টোবরের হামাসের হামলার নিন্দা জানাতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্য অনেক দেশও এ কারণে জাতিসংঘের প্রস্তাবটির সমালোচনা করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা ভোট দিয়েছে।

এদিক থেকে ভারত ইসরায়েলের দীর্ঘদিনের মিত্র ফ্রান্সের চেয়েও বেশি ইসরায়েলপন্থী আচরণ করেছে।

এর মধ্য দিয়েই বোঝা যাচ্ছে, ফিলিস্তিন ইস্যুতে ভারত তার ঐতিহ্যগত অবস্থান থেকে কতটা সরে এসেছে।

ইংরেজি থেকে অনূদিত, শশী থারুর জাতিসংঘের সাবেক সহকারী মহাসচিব, ভারতের প্রাক্তন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এবং কংগ্রেস-এর একজন সংসদ সদস্য

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন যুদ্ধ: নির্বিচারে গণহত্যা বন্ধ হোক/২

মহবুবুর রহমান

গাজার এক পাশে ভূমধ্যসাগর, এক পাশে মিশর এবং দুই পাশে দখলদার ইসরায়েল। পরবর্তীতে ইঙ্গো-মার্কিনের সহায়তায় ইঙ্গো-মার্কিন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত জাতিসংঘে এই বিষয়টি উত্থাপিত হয়। এতে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ফিলিস্তিনকে দুখণ্ড ঘোষণা করার দাবি রাখে ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, নেদারল্যান্ডস, পেরু প্রভৃতি রাষ্ট্র।

দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধিতা করে ভারত, পাকিস্তান, ইরান। তবুও স্বাধীন ফিলিস্তিনকে ভেঙে ৫৭ শতাংশ ভূমি নিয়ে ইসরাইল আর ৪৩ শতাংশ ভূমি দেয় ফিলিস্তিনকে। অথচ ইহুদি জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র এক-চতুর্থাংশ। জাতিসংঘ সেদিন একপাক্ষিক ও একচোখা সিদ্ধান্ত নেয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সুপার পাওয়ার তথা পরাশক্তি হিসেবে পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটে দুটি রাষ্ট্রের। একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অন্যটি রাশিয়া। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ইতিহাসে তাদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে বলা হয় ‘স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠাণ্ডা যুদ্ধ’। ফলে গোটা পৃথিবীটা দুই শিবিরে ভাগ হয়ে যায়। এজন্য আমরা দেখতে পাই, রাশিয়া ফিলিস্তিনকে সমর্থন দেয়, অন্যদিকে আমেরিকা ইসরাইলকে সমর্থন দেয়। একটা কথা খুব জোরেসোরে মনে রাখা দরকার, রাশিয়া-আমেরিকা কোনো স্বার্থ বা লাভ ছাড়া কোনো দেশ বা যুদ্ধকে সমর্থন করে না এবং তাদের সমর্থনই সমস্যার ক্ষত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর করতে থাকে। তাদের সমর্থন অনেকটা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়ার মতো। যে রাশিয়া ইসরাইলের পক্ষে দ্বিজাতিতত্ত্বের সমর্থন করেছিল সে রাশিয়া পরবর্তী সময় মজলুম ফিলিস্তিনকে সমর্থন করার পেছনে স্বার্থ ও রহস্য থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। মূল কারণ হলো আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ফিলিস্তিন-ইসরাইলের দিকে তাক করা। (বলা বাহুল্য, সোভিয়েত ইউনিয়নের সময় ইউক্রেন বর্তমান রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৯১ সালে ইউক্রেন স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইউক্রেন হলো পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্র।আমেরিকা-ব্রিটেন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ন্যাটো জোট চায় পূর্ব ইউরোপে তাদের আধিপত্য ও শক্তির বলয় বিস্তার করতে। তাই ২০০৮ সাল থেকেই ইউক্রেনকে ন্যাটোর জোটে যোগ করার আশ্বাস দিয়ে আসছে। ইউক্রেনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনেস্কি ন্যাটোতে যোগ দিতে তোড়জোড় চালাচ্ছেন। যদি ইউক্রেন ন্যাটোতে যোগ দেয় তাহলে রাশিয়ার শক্তি অনেকটা কমে আসবে। এজন্যই মূলত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ।

এদিকে আবার চীন ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রাখলেও ভারত আবার ইসরাইলের দিকে ইতিবাচক। অথচ চীনের জিনজিয়াং প্রদেশের ১০ লাখ উইঘুর নারী-পুরুষকে ‘চরিত্রশোধনাগার’ নাম দিয়ে নির্মমভাবে দিনের পর দিন অত্যাচার করছে। আসলে রাজনৈতিক, ভৌগোলিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ ছাড়া কেউ কাউকে সমর্থন দেয় না। এভাবে যদি পরাশক্তিগুলো দুইটি শিবিরে ভাগ হয়ে একটা সমস্যাকে দুইটি ভাগে ভাগ করে ফেলে তাহলে সে সমস্যা আজীবনেও সমাধান হবে না। সমস্যা লেগেই থাকবে। আর গাজায় কাজের সংকট, খাদ্য সংকট নিত্যদিনের। কিন্তু মাদকের সংকট নেই। ইসরায়েল গাজায় হরেক রকমের মাদক প্রবেশের সুযোগ তৈরি করে দেয়। উদ্দেশ্য ফিলিস্তিনিদের মাদকাসক্ত করে গড়ে তোলা। মিশরের সঙ্গে দক্ষিণ গাজার সীমান্ত রাফাহ এখন বন্ধ। এই সীমান্ত খোলার আলোচনা চলছে। হাজারো ফিলিস্তিনি রাফাহ সীমান্তে জড়ো হয়েছে। এ কথা সত্য যে হামাস ইসরায়েলের ভেতরে ঢুকে নির্মমতা চালিয়েছে। প্রশ্ন এসেছে–হামাস কেন ইসরায়েলে আক্রমণ করল? কারণ হতে পারে দুটি। প্রথমত, যেসব দেশের অবস্থান ফিলিস্তিনিদের পক্ষে ও ইসরায়েলের বিপক্ষে ছিল, তারাও ক্রমান্বয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক স্বাভাবিক করছে। বিশেষ করে আরব বিশ্ব, সৌদি আরব যার নেতৃত্বে।

ফিলিস্তিনিরা বা হামাস মনে করছে, তাদের স্বার্থ এখন আর কেউ দেখছে না। হামাস ইসরায়েলে হামলা করে বুঝিয়ে দিলো যে, ফিলিস্তিনিদের বাদ দিয়ে কোনো শান্তি প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া সম্ভব না।

দ্বিতীয়ত, ইসরায়েল প্রতিদিনই একটু একটু করে ফিলিস্তিনিদের জায়গা দখল করে ইহুদি বসতি স্থাপন করছে। ফিলিস্তিনিদের নিপীড়ন করছে, হত্যা করছে। ইসরায়েল সরকার তার নাগরিকদের নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, যা কিছুই ঘটুক না কেন, তারা নিরাপদ। হামাস আক্রমণ করে বোঝাতে চাইল ইসরায়েলি জনগণও নিরাপদ নয়।

হামাসের আক্রমণ নিয়ে ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ চলছে। সেই ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের প্রায় সবই পক্ষপাতদুষ্ট বলেই বিশ্লেষকদের অভিমত।পৃথিবীর সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে, একই রকম আচরণ করছে তাদের গণমাধ্যমও। ইসরায়েলি বর্বরতাকে জাস্টিফাই করে, তারা শুধু সামনে আনছে হামাসের নির্মমতা। ইসরায়েলের সর্বাত্মক অবরোধে গাজায় জল নেই, জ্বালানি নেই, ওষুধ নেই। কমপক্ষে ১৫ থেকে ২০ টি বৃহৎ পরিসরের হাসপাতাল বোমা ফেলে ধ্বংস করে দিয়েছে ইসরায়েল। শিশুখাদ্য তো বটেই, সামগ্রিকভাবেই খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে গাজায়। বোমাবর্ষণ চলছে। নৌ ও স্থল আক্রমণ আরও তীব্র করার ঘোষণা দিয়ে উত্তরাঞ্চলের গাজাবাসীকে এলাকা ছাড়ার নির্দেশ জারি করেছে ইসরায়েল। সবাই জানে গাজার উত্তরের ফিলিস্তিনিদের দক্ষিণে চলে যাওয়ার বিষয়টি অবাস্তব, অকল্পনীয় , অসম্ভব। এমনিতেই গাজা ঘনবসতিপূর্ণ। উত্তরের ১০-১২ লাখ গাজাবাসীর ঠাঁই হবে না দক্ষিণে। ইসরায়েল মূলত দুটি কারণে উত্তর গাজার ফিলিস্তিনিদের সরে যেতে বলেছে। এর মাধ্যমে বেসামরিক ফিলিস্তিনি হত্যার বিষয়টি তারা জায়েজ করতে চায়। বলবে, আগেই তো সরে যেতে বলেছিলাম। সরে না যাওয়ায় তারা মারা গেছে। আর দ্বিতীয় বা প্রধান কারণ, গাজার উত্তর অংশে ইসরায়েল দখল প্রতিষ্ঠা করতে চায়। গাজার উত্তর অংশে ফিলিস্তিনিদের আর কখনো আসতে দেবে না ইসরায়েল।

আসলে এ ফিলিস্তিনি অপারেশনটি হঠাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে শুরু হয়ে গিয়েছিল; এমনকি হিব্রু সংবাদপত্র হারেৎজ স্বীকার করে যে, “গাজা থেকে আক্রমণটি ইসরায়েলি সামরিক গোয়েন্দাদের জন্যে একটি বড় বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত বিষয় ছিল। অপারেশনটি পূর্বে সংঘটিত অক্টোবর যুদ্ধের ৫০তম বার্ষিকীর একদিন পর হয়। দেইফ ভিডিও ক্লিপে নিশ্চিত করেছেন-যেটিতে তিনি অভিযানের প্রকৃত সূচনা ঘোষণা করেছেন-যে, অপারেশনটি “আল-আকসা মসজিদের ইসরায়েলি অপবিত্রকরণ ও অবৈধ বসতি স্থাপনকারী ইস্রাইলীদের ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলার” প্রতিক্রিয়া হিসাবে শুরু হয়েছে।

চলবে.....

প্রথম নজর

কঙ্গোতে সেনা নিয়োগের সময় পদদলিত হয়ে নিহত ৩৭

আপনজন ডেস্ক: রিপাবলিক অব কঙ্গোর রাজধানী ব্রাজাভিলের একটি স্টেডিয়ামে স্থানীয় সময় সোমবার রাতে পদদলিত হয়ে ৩৭ যুবক নিহত হয়েছেন।
সেনাবাহিনীর নিয়োগ কার্যক্রমে অংশ নিতে তারা সেখানে জড়ো হয়েছিলেন। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছেন।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, সোমবার রাতে যখন পদদলিত হওয়ার ঘটনা ঘটে, তখনো অনেক লোক স্টেডিয়ামে ছিলেন।
কিছু লোক জোর করে গেট দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। এ সময় ধাক্কাধাক্কিতে অনেকে পদদলিত হন।
গত সপ্তাহে মধ্য আফ্রিকান দেশটির সেনাবাহিনী ঘোষণা করে, তারা ১৮ থেকে ২৫ বছর বয়সী দেড় হাজার লোককে নিয়োগ দেবে। আগ্রহীদের ব্রাজাভিলের প্রাণকেন্দ্রে মিশেল ডি'অরনানো স্টেডিয়ামে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
প্রধানমন্ত্রী আনাতোলে কলিনেট মাকোসো বলেছেন, 'ট্র্যাজেডিতে' ৩৭ জন নিহত হয়েছেন এবং অনির্দিষ্টসংখ্যক মানুষ আহত হয়েছেন। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বে একটি ক্রাইসিস ইউনিট গঠন করা হয়েছে বলে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে ৫০ দেশকে চিঠি রাইসির

আপনজন ডেস্ক: ইরানের প্রেসিডেন্ট আবারও বিশ্ব নেতাদের গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি হামলার বিষয়ে সতর্ক করেছেন। বিশ্বের সব দেশকে ইসরাইলের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে এক ঘরে করার দাবি জানিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি রাশিয়া, চীন, তুরস্ক, কাজাখস্তান, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া এবং জর্ডানসহ ৫০ দেশের নেতাদের চিঠি লিখেছেন। স্থানীয় সময় সোমবার (২০ নভেম্বর) তিনি রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে এই চিঠি পাঠান।
চিঠিতে ইব্রাহিম রাইসি উল্লেখ করেছেন, 'সরকার (ইসরায়েল) স্বেচ্ছায় তার অপরাধ বন্ধ করবে না। তাই আমাদের এই গণহত্যা বন্ধ করতে বাধ্য করা দরকার।
তিনি বলেন, ইসরায়েলি নৃশংসতার অবসান ঘটাতে বিশ্বের দেশগুলোর উচিত তাদের সব উপায় অবলম্বন করা।' রাইসি ফিলিস্তিনিদের ব্যাপারে পশ্চিমাদের দ্বৈত নীতির কথা তুলে ধরেন বলেন, পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোও মূলত ইসরায়েলি অপরাধে জড়িত।
কারণ তারা অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ভয়াবহ অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তিনি আরো বলেন, "এটি প্রত্যাশিত যে স্বাধীনতাকামী এবং স্বাধীন দেশগুলো, বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলো কূটনৈতিক মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করবে এবং ইসরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। যাতে ইসরায়েল ফিলিস্তিনে গণহত্যা এবং হামলা বন্ধ করে।"
এই মাসের শুরুর দিকে আরব-ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে ১০টি তাৎক্ষণিক সমাধানের প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রস্তাবগুলোর উদ্দেশ্য ছিল, খুব দ্রুত গাজা সংকটের সমাধান করা। শীর্ষ সম্মেলনের সময় প্রেসিডেন্ট রাইসি অংশগ্রহণকারীদের ইসরায়েলের সঙ্গে রাজনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন এবং এর পণ্য বয়কট করার আহ্বান জানান। এ ছাড়া ইসলামী নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান, ইসরায়েলি সেনাবাহিনীকে একটি 'সন্ত্রাসী সংগঠন' হিসেবে ঘোষণা দেওয়া। অপরাধের বিচারের জন্য তেল আবিব এবং ওয়াশিংটনকে একটি 'ন্যায্য আদালতে' দাঁড়া করানোর কথাও বলেন। ইরানের প্রেসিডেন্ট ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ উপকূলীয় অঞ্চল পুনর্গঠনের জন্য একটি তহবিল গঠন এবং সেখানে ফিলিস্তিনি জনগণের জন্য মানবিক কনভয় পাঠানোরও প্রস্তাব দেন।
৭ অক্টোবর থেকে গাজায় গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ১৩ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে।

ইসরায়েলে অস্ত্র রফতানি বন্ধে সব দেশের প্রতি আহ্বান সৌদি যুবরাজের

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান মঙ্গলবার ব্রিকস সম্মেলনের সময় ইসরায়েলে অস্ত্র রপ্তানি বন্ধ করতে সব দেশকে আহ্বান জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি ১৯৬৭ সালের সীমানা অনুসারে একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুতর ও ব্যাপক শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করার দাবি জানান।
দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিকস জোটের একটি ভার্চুয়াল বৈঠকের আয়োজন করেছে। প্রধান উদীয়মান অর্থনীতির এ জোটে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা অন্তর্ভুক্ত।
এই বছরের শুরুতে রিয়াদকে ব্রিকস জোটে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।
ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধে একটি সাধারণ প্রতিক্রিয়া তৈরি করার লক্ষ্যে বৈঠকটি হচ্ছে।
চমোহাম্মদ বিন সালমান বলেন, 'সৌদি আরবের অবস্থান স্থির ও দৃঢ়; দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ছাড়া ফিলিস্তিনে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা অর্জনের কোনো উপায় নেই।'
পাশাপাশি গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযান সৌদি আরব প্রত্যাখ্যান করার কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন সৌদি যুবরাজ। সেই সঙ্গে এ অভিযান অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, গাজায় উদ্ভূত 'নৃশংস অপরাধ' শেষ করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার দাবি রাখে।
এ ছাড়াও সৌদি যুবরাজ গাজা উপত্যকা থেকে ফিলিস্তিনিদের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করার বিষয়ে সৌদি আরবের প্রত্যাখ্যান পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং ছিটমহলের মানবিক অবস্থার অবনতি বন্ধ করার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানিয়েছেন।
মোহাম্মদ বিন সালমান বলেছেন, গাজা উপত্যকায় বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য সৌদি আরব ৭ অক্টোবর যুদ্ধ শুরুর পর থেকে অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছে।
৭ অক্টোবর হামাসের শত শত যোদ্ধার আন্তঃসীমান্ত হামলার প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েল গাজায় একটি বড় সামরিক অভিযান শুরু করে। সেই হামলায় প্রায় এক হাজার ২০০ মানুষ নিহত হয় এবং প্রায় ২৪০ জন জিম্মি হয় বলে তেল আবিব জানিয়েছে। অন্যদিকে হামাস শাসিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, ইসরায়েল তার প্রতিশোধমূলক অভিযান শুরু করার পর থেকে ওই অঞ্চলে অন্তত ১৩ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে।

আরব ও মুসলিম নেতাদের সঙ্গে গাজায় যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানাল বেইজিং

আপনজন ডেস্ক: গাজায় অবিলম্বে ইসরায়েলের সহিংসতা ও হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করতে এবং সেখানে মানবিক সহায়তা পৌঁছাতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে বলে জানিয়েছেন সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান। গতকাল সোমবার চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইর সঙ্গে বৈঠককালে তিনি এসব কথা বলেন। এ সময় গাজা ইস্যুতে আরব ও মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে একাত্মতার কথা জানান চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।
গত ১১ নভেম্বর রিয়াদে অনুষ্ঠিত ওআইসি ও আরব লিগের জরুরি শীর্ষ সম্মেলনের পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নে জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আলোচনার কথা বলা হয়।
এরই প্রথম ধাপ হিসেবে চীনের সঙ্গে আরব ও মুসলিম বিশ্বের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটি প্রতিনিধিদলের বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে ফিলিস্তিন, সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, মিসর ও জর্দানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের পাশাপাশি প্রতিনিধিদলে রয়েছেন আরব লিগের মহাসচিব আহমদ আবুল গাইত ও অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশনের (ওআইসি) মহাসচিব হুসাইন ইবরাহিম তোহা। তাঁরা বিশ্বের পরাশক্তিগুলোকে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ এবং মানবিক সহায়তা সরবরাহ চালু করতে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।
প্রিন্স ফয়সালের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলটি আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় ও মানবিক আইনের আলোকে ফিলিস্তিনের গাজা, পশ্চিম তীরসহ মুসলিম ও খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের সম্মানিত স্থানগুলোতে ইসরায়েলের সহিংসতা ও যুদ্ধাপরাধের বিচার করার আহ্বান জানিয়েছে।
তা ছাড়া ইসরায়েলের প্রতিশোধমূলক যুদ্ধকে যেকোনোভাবে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ হিসেবে বৈধতা দেওয়ার বিবৃতিকে ফিরিয়ে নিতে বলা হয়।
চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই বলেন, 'আসুন, আমরা গাজার পরিস্থিতি শান্ত করতে এবং মধ্যপ্রাচ্যে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে একসঙ্গে কাজ করি। বেইজিং এবং আরব ও মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ভালো বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব রয়েছে। ফিলিস্তিনি জনগণের সার্বভৌমত্ব ও ন্যায্য অধিকার পুনরুদ্ধারকে বেইজিং সর্বদা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছে।
' তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে গাজায় উদ্ভূত 'মানবিক বিপর্যয়' বন্ধ করতে এবং এই ট্র্যাজেডি অন্যত্র ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।
গাজায় ইসরায়েলের নির্মম হত্যাযজ্ঞের ৪৫ দিন পার হয়েছে। এ সময়ে সাড়ে ১৩ হাজারের বেশি লোক মারা যায়; যার মধ্যে সাড়ে পাঁচ হাজার শিশু ও সাড়ে তিন হাজার নারী রয়েছে। তা ছাড়া ৩০ হাজারের বেশি লোক আহত হয়েছে।

১০ জিম্মির বিনিময়ে ৩০ ফিলিস্তিনির মুক্তির শর্তে যুদ্ধবিরতি হচ্ছে

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় হামাস-ইসরায়েলের যুদ্ধবিরতির চূড়ান্ত চুক্তি ঘোষণার আগেই উভয়পক্ষ এতে কী কী শর্ত জুড়ে দিয়েছে, সেই বিষয়ে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে ইসরায়েলি টেলিভিশন চ্যানেল-১২।
ইসরায়েলি এই সংবাদমাধ্যম বলছে, গাজায় হামাস এবং অন্যান্য গোষ্ঠীগুলোর হাতে বন্দী জিম্মিদের মুক্তির জন্য যে চুক্তিটি বাস্তব রূপ পেতে যাচ্ছে, তাতে আগামী কয়েক দিনে অন্তত ৫০ জন ইসরায়েলিকে মুক্তি দেওয়া হবে।
ইসরায়েলের সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে চ্যানেল-১২ বলছে, মঙ্গলবার চূড়ান্ত করা চুক্তিতে ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর এই জিম্মিদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। তবে বিদেশি জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে এই মুহূর্তে টেবিলে কোনো আলোচনা নেই।
হামাস এবং গাজার অন্যান্য গোষ্ঠীগুলো গত ৭ অক্টোবর হামলা চালিয়ে ইসরায়েল থেকে ২৪০ জনের বেশি মানুষকে ধরে নিয়ে উপত্যকায় জিম্মি করে রেখেছে। এই জিম্মিদের মধ্যে প্রায় ৪০ শিশু, কয়েকজন বৃদ্ধ এবং কয়েক ডজন থাই ও নেপালি নাগরিক রয়েছেন।
চুক্তির বিষয়ে অবগত দুটি সূত্রের বরাত দিয়ে ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি বলছে, শর্ত অনুযায়ী ইসরায়েলের ৫০ থেকে ১০০ বেসামরিক জিম্মিকে মুক্তি দেবে হামাস। তবে কোনো সামরিক কর্মকর্তাকে মুক্তি দিতে রাজি হয়নি তারা।
চুক্তি অনুযায়ী, কয়েক দিন ধরে জিম্মিদের ধাপে ধাপে মুক্তি দেওয়া হবে। প্রত্যেক দিন ১০ জিম্মির বিনিময়ে ইসরায়েলের কারাগারে বন্দী ৩০ ফিলিস্তিনিকে মুক্তি দিতে হবে। একই সূত্র বলেছে, চুক্তিতে চার থেকে পাঁচ দিনের জন্য স্থলভাগে ''সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতি'' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
চ্যানেল-১২ বলেছে, বহুল প্রত্যাশিত চুক্তিতে ইসরায়েলে প্রায় ১৫০ থেকে ৩০০ ফিলিস্তিনি বন্দীকে মুক্তির শর্ত রয়েছে। আর মুক্তিপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনি বন্দীদের মধ্যে নারী ও শিশুরা থাকবে।
সূত্রের বরাত দিয়ে এএফপি বলেছে, চুক্তি অনুযায়ী গাজায় খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তার পাশাপাশি ১০০ থেকে ৩০০ ট্রাককে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে। চ্যানেল-১২ বলছে, গাজা থেকে জিম্মিদের মুক্তি আগামী বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার শুরু হতে পারে। প্রাথমিকভাবে ৫০ কিংবা আর কিছু জিম্মির মুক্তির পর বাকিদের মুক্ত করতে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে পারে ইসরায়েল।
গত ৭ অক্টোবর সীমান্ত পেরিয়ে ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলে হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী গাজার ক্ষমতাসীন সশস্ত্রগোষ্ঠী হামাস। ওই দিন স্থল, আকাশ ও সমুদ্রপথে ইসরায়েলে ঢুকে শত শত ইসরায়েলিকে হত্যা এবং ২৪০ জনের বেশি ইসরায়েলি ও বিদেশি নাগরিককে ধরে নিয়ে গাজায় জিম্মি করে হামাস। এই হামলার পর গাজায় তীব্র আক্রমণ শুরু করে ইসরায়েল। ফিলিস্তিনি এই উপত্যকায় ইসরায়েলের হামলায় এখন পর্যন্ত ১৩ হাজারের বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে; বাস্তুচ্যুত হয়েছেন আরও লাখ লাখ মানুষ।

বরিশালের জলসায় বাসুবাটীর পীরজাদা

আপনজন ডেস্ক: বরিশাল পূর্বভূতরদিয়া একটি ইসলামিক জলসা অনুষ্ঠিত হলো।বাসুবাটি মেজ হুজুর দরবার শরীফের শাখা খানকায়। উপস্থিত ছিলেন পীরজাদা সৈয়দ তাফহীমুল ইসলাম সম্পাদক সারা বাংলা আহলে সুন্নাত হানাফি জামাত ও মাওলানা সিরাজুল ইসলাম। সৈয়দ মাওলানা আহসানুল ইসলাম আল কাদেরী কুরআন হাদিসের আলোকে বক্তব্য দিয়েশান্তি সুস্থতা কামনা করে সভা শেষ করেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হামাস প্রধানের সঙ্গে রেড ক্রস প্রেসিডেন্টের বৈঠক

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েল ও গাজায় সশস্ত্র সংঘাত সম্পর্কিত মানবিক সমস্যাগুলোর সমাধান এগিয়ে নিতে সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়াহর সাথে সাক্ষাৎ করতে কাতারে গেছেন। সোমবার (২০ নভেম্বর) রেডক্রসের পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়েছে। খবর এএফপি'র।
রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি আইসিআরসি এক বিবৃতিতে বলেছে, প্রেসিডেন্ট মিরজানা স্পোলজারিক হামাসের রাজনৈতিক ব্যুরোর চেয়ার ইসমাইল হানিয়াহ ও কাতার কর্তৃপক্ষের সাথে আলাদাভাবে দেখা করেছেন।
ইসরায়েলে ৭ অক্টোবরের হামাসের নজিরবিহীন হামলায় যে ২৪০ জনকে জিম্মি করা হয় তাদের মুক্তির জন্য মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে সমঝোতা চুক্তির একটি প্রস্তাব উঠে এসেছে। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ বলেছে, হামাসের ওই হামলায় প্রায় ১ হাজার২০০ লোক নিহত হয়েছে। নিহতদের বেশিরভাগ বেসামরিক লোক। হামাস কর্তৃপক্ষের মতে, ইসরায়েলের বিমান ও স্থল অভিযান ইতোমধ্যে গাজায় হাজার হাজার শিশুসহ ১৩ হাজার ৩০০ জনেরও বেশি লোককে হত্যা করেছে। যাদের বেশির ভাগ বেসামরিক নাগরিক।
স্পোলজারিকের সফর আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রতি সম্মান উন্নত করতে সব পক্ষের সাথে সরাসরি আলোচনা করার প্রচেষ্টার অংশ বলে আইসিআরসি জোর দিয়েছে। আইসিআরসি উল্লেখ করেছে, সাম্প্রতিক সপ্তাহে গাজায় জিম্মিদের পরিবারের পাশাপাশি ইসরায়েলি ও ফিলিস্তিনি নেতাদের সাথে স্পোলজারিক একাধিকবার দেখা করেছেন। জেনেভা ভিত্তিক সংস্থাটি জোর দিয়েছে সংঘাতে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থদের জরুরী সুরক্ষার জন্য এবং গাজা উপত্যকায় বিপর্যয়কর মানবিক পরিস্থিতির অবসানের জন্য আবেদন অব্যাহত রেখেছে। আইসিআরসি বলেছে, গাজায় এর কর্মীরা জীবন রক্ষাকারী সহায়তা প্রদান করছে এবং একটি সার্জিক্যাল দল অপারেশন চালিয়ে যাচ্ছে। সংস্থাটি কর্মকান্ড বাড়ানোর লক্ষে টেকসই, নিরাপদ মানবিক সহায়তা প্রবেশের আহ্বান জানিয়েছে। আইসিআরসি তাদের দলগুলোকে জিম্মিদের কল্যাণ পরীক্ষা করতে ওষুধ সরবরাহ করতে এবং জিম্মিদের পরিবারের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করার অনুমতির জন্য জোর দিয়েছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৩০মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৪.৫৬ মি.

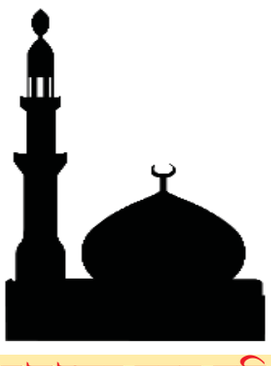

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৩০	৫.৫৪
যোহর	১১.২৭	
আসর	৩.১৬	
মাগরিব	৪.৫৬	
এশা	৬.১০	
তাহাজ্জুদ	১০.৪৩	

গাজার আল-শিফা হাসপাতালে নিজেই বাঙ্কার তৈরি করেছিল ইসরায়েল

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকার সবচেয়ে বড় হাসপাতাল আল-শিফা'র নিচে ইসরায়েল নিজেই বাঙ্কার তৈরি করেছিল বলে দাবি করেছেন ইসরায়েলের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাক। সোমবার (২০ নভেম্বর) এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ তথ্য দেন। এহুদ বারাক জানান, এক দশক আগে গাজার আল-শিফা হাসপাতালের নিচে ওই বাঙ্কার তৈরি করা হয়। তিনি বলেন, শুধু আল-শিফা নয়, আরো কয়েকটি হাসপাতালের নিচে এমন বাঙ্কার রয়েছে। ১৯৬৭ সালে গাজার দখল নেয় ইসরায়েল। এর আগে এটি মিশরের অধীনে ছিল। ২০০৫ সাল পর্যন্ত পুরো অঞ্চলটি তেল আবিবের সামরিক দখলে থাকে। ওই বছর ইসরায়েল বাহিনী প্রত্যাহার করলেও ঠিক দুবছর পর গাজার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেয় হামাস। সাবেক এ প্রধানমন্ত্রীর দাবি, প্রায় চার থেকে পাঁচ দশক আগে তারা ফিলিস্তিনকে বাঙ্কার তৈরিতে সাহায্য করেছিলেন। হাসপাতালের কার্যক্রমের জন্য স্থানসংকুলান করতেই মাটির নিচের ঘরগুলো তৈরি হয়। এদিকে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী আইডিএফের দাবি হচ্ছে, আল-শিফা হাসপাতালের নিচে সুড়ঙ্গ ঘাঁটি করেছে হামাস। সেখান থেকে তারা কমান্ডো অভিযান পরিচালনা করছে।

লেবাননের গির্জায় ইসরায়েলের হামলা

আপনজন ডেস্ক: লেবাননের একটি গির্জায় গোলা ছুড়েছে ইহুদিবাদী ইসরায়েলের সেনাবাহিনী। সোমবার সেন্ট জর্জ নামের গির্জাটিতে এই হামলা চালানো হয় বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট মনিটর। প্রতিবেদনে জানানো হয়, হামলার ফলে গির্জাটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। গত ৭ অক্টোবরের পর থেকেই ইসরায়েলি সেনাদের বিভিন্ন স্থাপনা লক্ষ্য করে হামলা অব্যাহত রেখেছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী।

গাজার ২২ লাখ বাসিন্দার জরুরি খাদ্য সহায়তা প্রয়োজন

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজা উপত্যকার প্রায় ২২ লাখ বাসিন্দার জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য সহায়তার প্রয়োজন বলে জানিয়েছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)। মঙ্গলবার (২১ নভেম্বর) এক এক্স (টুইটার) বার্তায় ডব্লিউএফপি জানিয়েছে, চলমান যুদ্ধে গাজা উপত্যকার খাদ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। এ সংকটাবস্থায় গাজায় জ্বালানি, গ্যাস ও যোগাযোগের মতো জরুরি পরিষেবাগুলোর সরবরাহ বাড়াতে হবে। এজন্য ডব্লিউএফপিসহ অন্যান্য সংস্থাগুলো সবসময় প্রস্তুত। গত ৭ অক্টোবর থেকে অবরুদ্ধ গাজায় নির্বিচারে বোমা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইল। এছাড়াও গাজায় খাবার, পানি এবং জ্বালানি সরবরাহ পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়ায় চরম সংকটে পড়েছে উপত্যকাটির বাসিন্দারা। এছাড়াও ইসরাইলি হামলায় গাজার যোগাযোগব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে। এতে পুরো গাজা কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এর আগে জাতিসংঘ থেকেও গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য আহ্বান জানানো হয়। তবে জাতিসংঘের সিদ্ধান্তের তোয়াক্কা না করেই উপত্যকাটিতে বর্বরতা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরাইল। ফিলিস্তিনি সরকারের মিডিয়া অফিসের সবশেষ তথ্যানুসারে, অবরুদ্ধ গাজা ভূখণ্ডে ইসরাইলের হামলায় নিহতের সংখ্যা ইতোমধ্যেই ১৩ হাজার ৩০০ জনে পৌঁছেছে।

গাজায় মানবিক সহায়তার আরেকটি চালান পাঠাবে রাশিয়া

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার জরুরি পরিস্থিতি মন্ত্রণালয় গাজা উপত্যকায় ২৭ টন মানবিক সহায়তার আরেকটি চালান সরবরাহ করবে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম রয়টার্স।
মস্কোর জরুরি পরিস্থিতি মন্ত্রণালয়টির প্রেস দফতর এ খবর নিশ্চিত করেছে।
মন্ত্রণালয়টি জানিয়েছে, তাদের একটি বিমান মাখাচকালা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এল আরিশ বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে। এ কার্গো বিমানে জেনারেটর, জামাকাপড়, ব্যান্ডেজ সামগ্রী, খাবার ও শিশু সামগ্রী রয়েছে, যার মোট ওজন প্রায় ২৭টন।
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং জরুরি পরিস্থিতি বিষয়ক মন্ত্রী আলেকজান্ডার কুরেনকভের নির্দেশে এসব সামগ্রী পাঠানো হচ্ছে বলে জানা গেছে।
এদিকে, এরইমধ্যে গাজা উপত্যকা থেকে উদ্ধারকৃত রুশ নাগরিকদের আরেকটি দলকে রাশিয়ায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।
জরুরী ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের একটি আইএল-৭৬ বিমান ১১৭ রুশ নাগরিকের দলটিকে নিয়ে কায়রো থেকে উড্ডয়ন করে মস্কোর ডোমোদেডোভো বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। ১১৭ রুশ নাগরিকের দলটিকে এর আগে রাফাহ চেকপয়েন্ট দিয়ে কায়রোতে নিয়ে আসা হয়। তাদের সঙ্গে মন্ত্রণালয়টির চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানীরাও ছিলেন।

প্রথম নজর

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের জলাশয় থেকে মহিলার দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের জলাশয় থেকে এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করল বর্ধমান থানার পুলিশ। জানা গেছে মঙ্গলবার সকালে গোলাপবাগ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা রক্ষিরা গোলাপবাগ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে দক্ষিণ দিকের জলাশয় থেকে এক মৃত দেহ দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বে থাকা অন্যান্য নিরাপত্তা কর্মীরা।, মৃতদেহ জলে ভাসতে দেখে বর্ধমান থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে বর্ধমান থানার পুলিশ জল থেকে উদ্ধার করে এক অজ্ঞত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ। যার আনুমানিক বয়স এখনো জানা যায়নি । পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পুলিশমর্গে পাঠায়। চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকা জুড়ে । পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে।এই বিষয়ে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গৌতম চন্দ্র জানান আমরা খবর পাওয়ার সাথে সাথে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার থানায় ফোন করে দেহ তোলার ব্যাবস্থা করে ।গৌতম বাবু আরও জানান কিভাবে মৃত দেহ এলো তার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি রাখা হয়েছে।

সারের কালোবাজারি রুখতে তৎপর কৃষি দপ্তর

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: কৃষকদের দীর্ঘ আন্দোলন এবং খবরের জেরে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। সারের কালোবাজারি রুখতে তৎপর কৃষি দপ্তর। প্রত্যেকটি সারের দোকানে গিয়ে সরজমিনে পরিদর্শন করলেন ব্লক কৃষি আধিকারিক। চাষিরা যাতে ন্যায্য মূল্যে সার পাই সেই ব্যবস্থা করে দিলেন কৃষি আধিকারিকরা।

প্রসঙ্গত, মালদহের পুরাতন মালদা ব্লকে সারের কালোবাজারি নিয়ে সরব হয়েছিলেন আলু চাষিরা। ধার্য মূল্য থেকে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা অধিক দাম দিয়ে সার কিনতে হচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল। এই নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন চাষিরা। সেই খবর সম্প্রচারিত হয় সংবাদ মাধ্যমে। তারপরে নড়েচড়ে বসল ব্লক কৃষি আধিকারিক। সোমবার বৈকালে পুরাতন মালদা ব্লকের ভাবুক এবং মহিষবাথানি দুই অঞ্চলের বিভিন্ন সারের দোকানে গিয়ে খতিয়ে দেখেন চাষীরা ন্যায্য মূল্যে দাম পাচ্ছেন কিনা।

যদিও এ বিষয়ে চাষীদের তরফে বলা হয়েছে, দীর্ঘ আন্দোলনের পর অবশেষে প্রশাসন কৃষকদের পাশে এন পি কে১০.২৬.২৬ নিয়ে যে কালোবাজারির অভিযোগ উঠেছিল ১৪৭০ টাকার পরিবর্তে ৪০০-৫০০ টাকা বেশি দামে কিনতে হচ্ছিল। তবে কৃষি দপ্তরের তৎপরতায় বর্তমানে সরকারি নির্ধারিত যে দাম রয়েছে ১৪৭০ টাকা সে টাকায় দিতে এখন বাধ্য হচ্ছে এক শ্রেণীর অসাধু সার ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে এ বিষয়ে রাসায়নিক সার ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, যে সারের চাহিদা ছিল বাজারে সে সার পাওয়া যাচ্ছিল না যার পরিবর্তে অধিক দামে বিক্রি করতে হচ্ছিল।

ফিলিস্তিনে গণহত্যার বিরুদ্ধে বসিরহাটে বিক্ষোভ জমিয়তের

শামিম মোল্যা ● বসিরহাট

আপনজন: গাজায় ফিলিস্তিনের নিরীহ মানুষের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে দখলদার ইসরাইল। এরই বিরুদ্ধে বসিরহাটের সোলাদানা প্রাইমারি স্কুল ময়দানে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের ডাকে শান্তিপূর্ণ সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ইসরাইল নিরীহ ফিলিস্তিনিদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পানীয় জলের পাইপ লাইন, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন এবং হাসপাতাল গুলি ধ্বংস করে দেওয়ায় জমিয়তের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করা হয়।

এদিন রাজ্য জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সাধারণ সম্পাদক মুফতি আব্দুস সালাম বলেন, আমাদের দেশের রাষ্ট্র নেতারা বরাবর মজলুম ফিলিস্তিনের নাগরিকের পক্ষে, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার পক্ষে মত দিয়েছেন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতের পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন করে স্বৈরাচারী কুখ্যাত ইসরাইলের পক্ষে সাহায্যের হাত বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যা ভারতের মতো দেশের জন্য লজ্জাজনক। কেননা আমাদের দেশ সব সময় ন্যায় বিচারের পক্ষে থেকেছেন। কিন্তু আজকে বিজেপি সরকার ফিলিস্তিনি নাগরিকের ন্যায় বিচারের পক্ষে মত দেওয়ার পরিবর্তে স্বৈরাচারী ইসরাইলের পক্ষে সমর্থন দেওয়ার চেষ্টা করছেন। এদিন বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য জমিয়ত উলামা হিন্দের সাধারন সম্পাদক মুফতি আব্দুস সালাম,খতমে নবুয়াত রাজ্য মুবাল্লিগ মাওলানা বাহাউদ্দিন, জেলা সম্পাদক মুফতি মোজাফফর, জেলা যুগ্ম সম্পাদক মাওলানা মহিউদ্দিন, কাটিয়াহাট শাখা জমিয়ত উলামায়ে হিন্দের সম্পাদক হাফেজ নজরুল ইসলাম সহ স্থানীয় বিভিন্ন আলেম।

হারাবই অভিষেককে, ফের বললেন নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: আগামী লোকসভা নির্বাচনে ডায়মন্ড হারবারের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে দিল্লিতে যাওয়ার আশা ব্যক্ত করলেন আইএসএফ সুপ্রিমো নওশাদ সিদ্দিকী। মঙ্গলবার হাওড়ায় এক অনুষ্ঠানে এসে নওশাদ সিদ্দিকী ওই তীব্র আক্রমণ করেন। রাজ্যের শাসক দল এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া আক্রমণ করে তিনি বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় মাত্র ১৪ শতাংশ উপস্থিত ছিলেন। আসলে তাঁর লোকসভায় যাওয়ার কোনও ইচ্ছেই নেই। তাই ডায়মন্ড হারবারের মানুষ এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করবে। পাশাপাশি তিনি বলেন, রাজ্যের শাসক দল পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা ও আবাস দুর্নীতির টাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ওই টাকার ভাগ মন্ত্রীদের পকেটেও ঢুকেছে। তাই অবিলম্বে ঠিকঠাক তদন্ত হোক। উল্লেখ্য এদিন এক রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সিদ্দিকী।

বোলপুরে শহীদ চার নকশাল কর্মীর স্মরণসভা

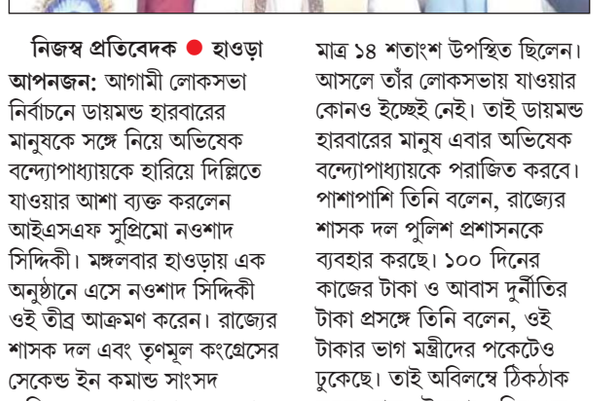

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ১৯৮৭ সালের ১৯-শে নভেম্বর, বীরভূম জেলার মুলুক গ্রামে, সিপিএমের হাতে চারজন নকশালপন্থী কর্মী শহীদ হন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবছর দিনটি সংগঠনের পক্ষ থেকে স্মরণসভা পালিত হয়ে থাকে। এবছরও নকশালপন্থী সংগঠন সারা ভারত কৃষক মজদুর সভার উদ্যোগে বোলপুর এলাকার মুলুক গ্রামের সেখ জিয়াউদ্দিন,সেখ মান্নান, সুধীর ঘোষ ও নির্মল ঘোষ এই চারজন শহীদকে স্মরণ ক'রে সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বীরভূম- বর্ধমান আঞ্চলিক কমিটির মুখপাত্র শৈলেন মিশ্র। তিনি তার বক্তব্যের মাধ্যমে বলেন-"জাস্টিস ওয়াজ ডিলেট, বাট নট ডিনায়েড"। এছাড়াও বলেন দীর্ঘ ২২ বছর লড়াইয়ের পর ২০০৯ সালের ৩১-শে মার্চ সিপিএমের ৪৬ জন কর্মীর যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ঘোষণা করেন আদালত। ৪৭ সালের পরবর্তীতে ভারতে একসাথে এত জনের যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত হয়নি। সেই অর্থে মুলুক হত্যাকাণ্ডের রায় একটি ঐতিহাসিক রায় বলে ব্যাখ্যা করেন। তিনি আরও বলেন দলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় চারটি পরিবারের ক্ষতি পূরণের লক্ষ্যে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। সেখানে বিচারপতি পরিবার প্রতি তিন লক্ষেরও বেশি টাকা ক্ষতি পূরণ দেওয়ার আদেশ দেন এবং সেটা আদায়ও হয়েছে বলে জানান।

স্কুলের জায়গা জবরদখলের অভিযোগ ক্লাবের বিরুদ্ধে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: বোলপুরে ১৫ নং ওয়ার্ডে একটি স্কুলের জায়গা জবর দখলের অভিযোগ উঠল ক্লাবের বিরুদ্ধে। এবার খোদ বোলপুরে ক্লাব কর্তৃপক্ষের দাদাগিরি, সরকারি স্কুলের সামনের জায়গা দখলের চেষ্টা, স্কুলের তরফে ওই জায়গা টিনের সেড করতে এলে শ্রমিকদের কাজ বন্ধ করার অভিযোগ উঠেছে ওই ক্লাবের বিরুদ্ধে। তাই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বোলপুর বিডিও। বোলপুর ১৫ নং ওয়ার্ড বোলপুর রবীন্দ্রবীথি বাইপাস এলাকায় সরকারি 'স্কুল রবীন্দ্র শিক্ষানিকেতন' এর সামনের জায়গা দখল করার চেষ্টার অভিযোগ ওঠে স্থানীয় ক্লাব রবীন্দ্রসংঘ সার্বজনীন দুর্গাপূজা সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে। স্কুলের তরফে তাদের জায়গায় রান্না ঘর করার জন্য ও স্কুলের পড়ুয়াদের বসে খাওয়া দাওয়া করানোর জন্য ওই জায়গায় টিনের সেড নির্মানে উদ্যোগ নেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। সেইমতো শ্রমিক কাজে এলে তাদের কাজ বন্ধ করে দেয় ওই ক্লাবের সদস্যরা এমনটাই অভিযোগ। এরপরেই মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন বোলপুরের বিডিও সত্যজিৎ বিশ্বাস।

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ঋতুপর্ণা ঘোষ জানান," এখানে স্কুলের ১০৪ জন পড়ুয়া রয়েছে। তারা টিফিন টাইমে মিড ডে মিল খায় ক্লাস রুমে বসে, তাই স্কুলের সামনে জায়গায় টিনের সেড করার কথা ভেবেছি আমরা। সেইমতো শ্রমিকরা কাজে এলে তাদেরকে হুমকি দিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয় স্থানীয় ক্লাব রবীন্দ্রসংঘ সার্বজনীন দুর্গাপূজা সমিতির সদস্যরা। তারা দলবল নিয়ে চলে আসছেন। আমরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি । টিনের সেড নির্মান হলে পড়ুয়াদের খুব সুবিধা হবে। আর ক্লাব কর্তৃপক্ষ এই জায়গায় আমাদের অনুমতি ছাড়ায় বিভিন্ন সময় এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে।" এই বিষয়ে স্থানীয় ক্লাব কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে তারা প্রথম সাংবাদিকদের সঙ্গে অভদ্রের আচরণ করে পড়ে তারা বলেন,"এই ফাঁকা জায়গায় অনেকে বসেন। যদি টিনের সেড করতে হয় তাহলে সামনের অংশটি ফাঁকা রাখতে হবে।"

পুরনো রুটে বাস চলাচলের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ চাঁচলে

নাজিম আক্তার ● চাঁচল

আপনজন: পুরনো রুটে বাস চলাচলের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল এলাকার বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে বীরস্থলী থেকে মালতিপুর এলাকা পর্যন্ত বাইপাস অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় ব্যবসায়ী এবং এলাকাবাসী। প্রায় দুই ঘন্টা ধরে চলে এই বিক্ষোভ।

এদিন অবরোধের ফলে মালদাগামী বহু বাস এবং যাত্রীবাহী গাড়ি আটকে পড়ে। চূড়ান্ত দুর্ভোগের মুখে পড়ে নিত্যযাত্রীরা। পরবর্তীতে পুলিশ এবং প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেয় বিক্ষোভকারীরা।এক সময় হরিশ্চন্দ্রপুর চাঁচল থেকে মালদাগামী যাত্রীবাহী যেকোনও বাস চলাচল করত বিরস্থলি হয়ে মালতিপুর, গোবিন্দপাড়া হয়ে ৮১ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে। কিন্তু জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের জন্য শুরু হয় বাইপাসের কাজ। সামসি থেকে চাঁচল পর্যন্ত বাইপাসের কাজ শেষ হলেও বিগত সাত মাস ধরে চাঁচল থেকে সামসি পর্যন্ত বাস এবং যেকোনও যাত্রীবাহী গাড়ি চলাচল করছে বাইপাস দিয়ে। বিরস্থলি, মালতিপুর, গোবিন্দ পাড়া, কালীগঞ্জ এলাকার মানুষেরা বারবার দাবি করেছে বাস যাতে বাইপাস দিয়ে না চালিয়ে পুরোনো রুটে ভেতর দিয়েই চালানো হয়। এই নিয়ে তারা এর আগেও আন্দোলন করেছে।কিন্তু বাস মালিক বা প্রশাসন তাদের সঙ্গে সহমত হয়নি।বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, সন্ধ্যের পর থেকে বাইপাস এলাকা ঘুটঘুটে অন্ধকার। মালতিপুর, গোবিন্দপাড়া, জালালপুর, চন্দ্রপাড়া এলাকার বহু নিত্যযাত্রী সন্ধ্যের পর বাইপাসে বাস থেকে নেমে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। বাইপাস থেকে ভেতর এলাকায় যেতে পাওয়া যাচ্ছে না টোটো। নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে মহিলারা। পুরোনো রুটে বাস বন্ধ হওয়ার ফলে মালতিপুর এবং গোবিন্দপাড়ার ভেতর এলাকায় ব্যবসায়ীরা ব্যাপক হারে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। তাই বাস পুনরায় আগের রুট দিয়ে চালাতে হবে। নাহলে পরবর্তীতে আন্দোলন আরও বৃহত্তর হবে।চাঁচল-২ এর বিডিও শান্তনু চক্রবর্তী বলেন, 'আজকেই আমরা জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং পিডব্লিউডিকে নিয়ে বসব। মানুষের যেটাতে সুবিধা সেটা করতে হবে।'

আধুনিক পদ্ধতিতে চাষে কৃষকদের আগ্রহ জাগাতে প্রশিক্ষণ শিবির

এম মেহেদী সানি ● হাবড়া

আপনজন: কৃষকদের উত্তরণের পথ দেখাতে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে প্রথাগত পদ্ধতির পরিবর্তন করে বিজ্ঞান নির্ভর আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণের পরামর্শ দিতে 'জাতীয় ভোজ্য তেল মিশন'- এর অধীনে দুইদিনের কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরের সূচনা হলো মঙ্গলবার। এ দিন হাবড়া-১ ব্লক সহকৃষি অধিকর্তার সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন হাবড়া-১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুবীর কুমার দন্ডপাত, হাবড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহাল আলি, হাবড়া-১ সহকৃষি অধিকর্তা কুসুমকোমল মজুমদার, পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ বাপি মজুমদার সহ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে কৃষকদের পাশপাশি উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। হাবড়া-১ সহকৃষি অধিকর্তা কুসুমকোমল মজুমদার বলেম, 'ভোজ্য তেল, বিশেষত হাইব্রিড সরিষা ও উচ্চফলনশীল তিল চাষ বৃদ্ধিতে এবং সংশ্লিষ্ট চাষে কৃষকদের আগ্রহী করে তুলতেই এই কৃষক প্রশিক্ষণ শিবিরে ।' কৃষকদের উত্তরণের জন্য বিজ্ঞান নির্ভর আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করে চাষবাস করার পরামর্শ দেন হাবড়া-১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুবীর কুমার দন্ডপাত। বর্তমান সময়ে কৃষকদের জন্য নির্ধারিত সরকারি সহায়তার কথা তুলে ধরে সরকারি নির্দেশিকা মেনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষবাস করার আহ্বান জানান, হাবড়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নেহাল আলি। বিজ্ঞানভিত্তিক চাষবাসের সহায়তার জন্য সরকারি ভাবে অনুষ্ঠিত কৃষক প্রশিক্ষণ শিবির এসে সন্তোষ প্রকাশ করে আনখোলা গ্রামের নারী কৃষক সমাপ্তি মন্ডল, ঝনঝনিয়ার আব্দুল জব্বার, আব্দুল কালাম সহ অন্যান্য কৃষকেরা।

বীরভূমে পৌঁছাল ইনসাফ যাত্রা

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: মঙ্গলবার ১৮ দিনের মধ্যে বীরভূমের নলহাটি, সিউড়িতে এসে পৌঁছায় ইনসাফ যাত্রা । এই ইনসাফ যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ডিওয়াইএফআই সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জি। জানা যায় মঙ্গলবার বেলা ৪ টার সময় সিউড়িতে কর্মসূচি শেষ করে। আবারো পদযাত্রা শুরু করেন ডি ওয়াই এফ আই এর নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি। এদিনের পদযাত্রায় দাবি ছিল ১০০ দিনের কাজকে ২০০ দিন করতে হবে। ১০০ দিনের কাজের টাকা কেন্দ্র কে দিতে হবে ,শাসকের নামে শোষণ চলছে লাগাতার এবং বেকারদের চাকরির সহ আরো বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে রাজ্য জুড়ে চলছে এই ইনসাফ যাত্রা। ইনসাফ যাত্রা বীরভূমের সাঁইথিয়া থেকে সিউড়ি আসার মাঝে যুবদের ডেকে ইনসাফ চাইলো খেতে খামারে কাজ করা কর্মীরা।এদিনের পদ যাত্রায় আরো বিভিন্ন দাবি ছিল । এই কর্ম সূচি সফল করতে বিসাঁইথিয়া সিউড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় রাজ্যের ডিওয়াইএফআই সম্পাদিকা মীনাক্ষী মুখার্জির সঙ্গে পদযাত্রায় পা মেলান কর্মীরা।

রাজস্থান থেকে অবৈধভাবে উট এনে বিক্রির অভিযোগে ধৃত

রঙ্গিলা খাতুন ● কান্দি

আপনজন: অসময়ে কান্দির বিভিন্ন এলাকায় মাঝে মধ্যেই দেখা যাচ্ছে উট। কখনো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে কখনো বা ফাঁকা মাঠে উটের হাট বসেছে। এবার রাজস্থান থেকে অবৈধভাবে উট নিয়ে এসে বিক্রি করার অভিযোগে কান্দিতে ১৪ টি উঠসহ একজন গ্রেপ্তার।

জানাগিয়েছে গতকাল সন্ধ্যা নাগাদ কান্দি থানার অন্তর্গত মহলন্দী বাজার সন্নিকটে ১৪ টি উট আটক করে আল্লারাখা নামে এক ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করেন কান্দি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে রাজস্থান থেকে অবৈধভাবে উট নিয়ে এসে বিক্রি করা হচ্ছিল কান্দির বিভিন্ন এলাকায় । ১৪ টি উটের বৈধ কাগজপত্র না থাকায় আল্লারাখা নামে ব্যাক্তিকে গ্রেপ্তার করে মঙ্গলবার তাকে ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতের আর্জি জানিয়ে কান্দি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জিজ্ঞাসাবাদের সুবিধার্থে ৩ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে উঠ গুলো সুরক্ষার জন্য আপাতত বহরমপুর খোয়াড়ে রাখা হয়েছে।

পুকুর থেকে উদ্ধার দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হলদিয়া

আপনজন: ভবানীপুর থানার অন্তর্গত হলদিয়া পৌরসভা ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের চকদ্বীপা হাইস্কুলের নিকট অবস্থিত একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হল ওই গ্রামেরই এক যুবকের দেহ। বিশেষ সূত্রে জানা যায় মৃত ব্যক্তির নাম নিমাই বর্মন বয়স প্রায় ৪০ বছর,বাড়ি চকদ্বীপা গ্রামে। স্থানীয়দের কাছ থেকে জানা যায় ঐ যুবক এপিজে কারখানায় সিকিউরিটির কাজ করতেন,কিন্তু গত কয়েক দিন ধরে বাড়িতে না আসায় বাড়ির লোকজন খোঁজাখুঁজি করে পায়নি।

মঙ্গলবার সকালে পুকুরে পচা গলা দেহ ভেসে উঠতে দেখে এলাকার মানুষ,ভবানীপুর থানা খবর পেয়ে চকদ্বীপা স্কুলের পাশের পুকুর থেকে পচা কলা দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হলদিয়া মহকুমার হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশ সুত্র জানিয়েছে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় ভবানীপুর থানার পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

আত্মঘাতী দ্বাদশের ছাত্র, এলাকায় শোক

মাফরুজা খাতুন ● ক্যানিং

আপনজন: আত্মঘাতী হল এক দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র।ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকালে ক্যানিং থানার অন্তর্গত দিঘীরপাড় পঞ্চায়েতের রামমোহন পল্লি এলাকায়।মৃত ছাত্রের নাম শুভ্রজ্যোতি মন্ডল(১৯)।ক্যানিং ডেভিড সেশুন উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের ছাত্র।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে স্কুলে টেষ্ট পরীক্ষা চলছিল। এদিন ওই ছাত্রের পরীক্ষা ছিল।পরীক্ষা দিতে যায়নি ওই ছাত্র।বিকাল নাগাদ তার পরিবারের লোকজন ঘরের মধ্যে আচমকা ঝুলতে দেখে।তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা ওই ছাত্র কে মৃত বলে ঘোষনা করেন।ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ টি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। পাশাপাশি ঠিক কি কারণে ওই ছাত্র আত্মঘাতী হল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। অন্যদিকে ওই ছাত্রের মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।ঘটনা প্রসঙ্গে শোক প্রকাশ করে ক্যানিং ডেভিড সেশুন উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণ কুমার ভকত জানিয়েছেন,পড়াশোনায় অত্যন্ত ভালো ছিল শুভ্রজ্যোতি।কেন আত্মঘাতী হল সেই বিষয়টি ভাবাচ্ছে।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ফরাক্কায় ডাম্পার গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক কিশোরের। সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফেরার পথে ছাই বোঝাই ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রের। মঙ্গলবার বিকেল নাগাদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা থানার আলাইপুর মোর এলাকায়। মৃত ওই ছাত্রের নাম রোহিদ শেখ(১৫)। তার বাড়ি ফারাক্কা থানার আমতলার আলাইপুর গ্রামে। এদিকে ছাত্রটি দুর্ঘটনার কবলে পড়তেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন সাধারণ মানুষ। রাস্তা অবরোধ করে চলে বিক্ষোভ। পরে ফারাক্কা থানার পুলিশ এসে সাধারণ মানুষের কথা বলে বিক্ষোভ তুলে নেয়।

আমডাঙায় সম্প্রীতির আহবান তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● আমডাঙা

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগণার আমডাঙ্গা রাহানায় চক্রবর্তী পরিবারের উদ্যোগে জগদ্ধাত্রী পুজো উপলক্ষ্য আমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ এ কে এম ফরহাদ, আমডাঙার বিধায়ক রফিকুর রহমান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনিসুর রহমান, জেলা পরিষদের সদস্য সুচিতা পাত্র, শিক্ষক নেতা নুরুল হক, শিক্ষক মোঃ কালিমুল্লাহ,সিরাতের রাজ্য সম্পাদক আবু সিদ্দিক খান, নান্টু চক্রবর্তী,পিন্টু চক্রবর্তী, সন্তু চক্রবর্তী, শঙ্কর চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রমুখ।

এ কেএম ফরহাদ সাহেব বলেন, আমরা এই পৃথিবীতে ক্ষণিকের অতিথি, সকলের সাথে শান্তি, সৌহার্দ্য, ভাতৃত্ববোধ বজায় রেখে চলতে পারি সেই পরিস্থিতি তৈরি হোক সর্বক্ষেত্রে। সমস্ত উৎসব আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই আজ আমি এই প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়েছি। আমাদের সবার কাছে সবার উপরে মানুষ সত্য। আজ এই ব্রতী হোক আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশ এবং দেশের উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাব মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আদর্শকে পাথেয় করে। সর্বদা আমরা সম্প্রীতির মিলবন্ধনে দিন কাটাবো এই হল আমাদের অঙ্গীকার।

প্রথম নজর

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বাচ্চাদের নিম্নমানের খাবারের অভিযোগ

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বাচ্চাদের নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগ তুলে সিডিপিওকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের নীলডাঙ্গা ৩৪৭ নম্বর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। অভিভাবক ও গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এই অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রে বাচ্চাদের নিম্নমানের খাবার দেওয়া হয়, বাসি সবজি বাচ্চাদের খাবারে ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ অভিভাবকদের। পাশাপাশি বেশিরভাগ দিনই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বন্ধ থাকে বলে অভিযোগ অভিভাবকদের। যা নিয়ে গ্রামের রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে অভিভাবক ও গ্রামবাসীরা। ঘটনার খবর পেয়ে গঙ্গারামপুরের সিডিপিও ঘটনাস্থলে পৌঁছলে সিডিপিওকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে অভিভাবক ও গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের দাবি, এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বাচ্চাদের জন্য ভালো খাবার পরিষেবা দিতে হবে। নিয়ম মত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলা রাখতে হবে।
এরপরে সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্পের ব্লকের আধিকারিক পুরো বিষয় খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এলাকায়।

হাসপাতালে মল খেয়ে ফেলায় সদ্যোজাতর মৃত্যু, মামলা কোর্টে

সাদ্দাম হোসেন ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: ভেমটিয়া গ্রামের বাসিন্দা সামিম রব্বানি অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে ১৬ তারিখ ভোরে হাসপাতালে প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি করান। ১৬ তারিখ সন্ধ্যায় হাসপাতালের বেডেই প্রসব করে ফেলেন প্রসূতি। হাসপাতালের চিকিৎসক নার্সদের ডেকেও দেখা মিলেনি বলে অভিযোগ পরিবারের। মল গিলে ফেলে সদ্যোজাত। তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। পরিবারের দাবি, এই পরিস্থিতিতে অনেক ডাকাডাকির পর কর্তব্যরত নার্স যান। কিন্তু ততক্ষণে সদ্যোজাতর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায়।
আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেখান থেকে সদ্যোজাতকে প্রথমে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতাল, পরে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। পরিবারের দাবি, এই নিয়ে থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে হয়রানির শিকার হতে হয় তাঁদের। অভিযোগ না নিয়েই ফিরিয়ে দেওয়া হয় থানা থেকে। ন্যায় বিচারের আশায় আদালতের দ্বারস্থ হয় শিশুর পরিবার।
হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক, নার্স, হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী, এমনকি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের বিরুদ্ধেও একাধিক অভিযোগ আনা হয়। মৃত শিশুর পরিবার পক্ষের আইনজীবী রূপা শীল বলেন, "স্বাস্থ্য দফতরের গাফিলতিতেই শিশু মৃত্যু হয়েছে। মৃত শিশুর মা গুরুতর অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে স্থানান্তর না করে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে পরিবার অসুস্থ শিশুর মাকে জলপাইগুড়ি মাতৃমা হাসপাতালে ভর্তি করে।"
পরিবারের দাবি, এই নিয়ে ধূপগুড়ি থানার পুলিশ লিখিত অভিযোগ নেয়নি। পরে আদালতের দ্বারস্থ হলে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস পালন মৎস্যজীবীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বালুরঘাট

আপনজন: ওরা নদীর জল ব্যবহার করে। কিন্তু নদীকে ক্ষতি করে নয়।নদীকে ভালো রেখে। ওরা মৎস্যজীবী। ওদের অধিকার নিয়েই সরব হয়ে বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস পালন করলো পরিবেশপ্রেমী সংস্থা দিশারী সংকল্প। মঙ্গলবার মৎস্যজীবী দের পাড়া আত্রেয়ী নদী পাড়ে হালদারপাড়ায় মৎস্যজীবী জগদীশ হালদার,রমন হালদার, নন্দ হালদার প্রমুখের সঙ্গে কথা বলে নদীর বর্তমান হালহকিকত জানলেন দিশারী সংকল্পের সদস্যরা। বিলুপ্ত মাছ পুনরুদ্ধার কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। মৎস্যজীবী দের কথায় নদীতে জল নেই। কাজলী, পুঁইয়া, সুবর্ণখলকি, বাগাড়, কলাগাছি, মহাশোল এসব মাছ আগে ছিল। এখন আর নেই। নদীতে জল নাই। পূজার পর নদী এই অংশে আবর্জনা ভর্তি থাকে। জগদীশ হালদারের কথায় ' ফিরিয়ে দাও আমার নদী।ফিরিয়ে দাও আমাদের মাছ'। বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস উপলক্ষ্যে এদিন দিশারী সংকল্পের পক্ষে ছিলেন তুহিন শুভ্র মণ্ডল, মৎস্যজীবী পরিবারের সন্তান সুখেন হালদার। ঝন্টু হালদার হারিয়ে যাওয়া মাছের তালিকা তৈরি করছেন। সম্পাদক তুহিন শুভ্র মণ্ডলের কথায়, আজকের দিনে মৎস্যজীবী দের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নতুন ভাবে উদ্‌যোগ নেওয়া হলো। হারিয়ে যাওয়া মাছ ফিরিয়ে আনতে আমরা সচেতনতা অভিযান করবো এবং মৎস্য দপ্তরের সঙ্গেও বৈঠকে বসবো।

নির্মাণের এক মাসের মাথায় ভেঙে পড়ল পাকা নিকাশিনালা

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: নির্মাণের মাত্র এক মাসের মাথায় ভেঙে পড়ল ড্রেন। তাই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে ড্রেন তৈরির অভিযোগ উঠেছে। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সেই ড্রেন ভেঙে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে বালি বোঝাই ট্রাক্টর ও একটি হরেক রকম মাল বহনকারী ভ্যান। কোনো রকমে প্রাণে বেঁচেছেন ভ্যানের চালক। মঙ্গলবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা থানা এলাকার নয়নসুখ গ্রাম পঞ্চায়েতের রামরামপুর গ্রামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফারাক্কা থানার পুলিশ। টানা প্রায় চার ঘণ্টা অবরুদ্ধ থাকার পর জেসিবি নিয়ে এসে ট্রাক্টর উদ্ধার করে যাতায়াতের রাস্তা স্বাভাবিক করা হয়।
স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মাত্র এক মাস হয়েছে ড্রেন নির্মাণের কাজ। প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ফারাক্কার রামরামপুর গ্রামের গঙ্গা ঘাট থেকে কালভার্ট পর্যন্ত ৭০০ মিটার এলাকা জুড়ে ড্রেন নির্মাণ করা হয়। অভিযোগ, একেবারেই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে করা হয়েছে সেই ড্রেন। রাস্তার উপরে ড্রেন নির্মাণ করা হলেও সেই ড্রেনের ঢাকনা তে কোনরকম রড দেওয়া হয়নি। সিমেন্ট থেকে শুরু করে পাথর সবই একেবারেই নিম্নমানের। এক প্রকার ডাস্ট দিয়েই করা হয়েছে ড্রেনের কাজ। ড্রেনের কাজে ছাই ব্যবহার করা হয়েছে। এলাকার সাধারন মানুষ এই নিম্নমানের কাজে বাঁধা দিলে মাস্তান দিয়ে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন গ্রামবাসীরা। বিপুল টাকা বরাদ্দ করা হলেও কাজে দুর্নীতি হওয়ায় যখন তখন ভেঙে পড়ছে ড্রেনের ঢাকনা। ঘটছে দুর্ঘটনা। ড্রেনে পড়ে যাচ্ছেন শিশুরা।
মঙ্গলবার ফের এমন ঘটনা ঘটায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন সাধারন মানুষ। অবিলম্বে বরাদ্দ হওয়া টাকা সঠিকভাবে খরচ করে ড্রেন নির্মাণের দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় নয়নসুখ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জাসমিনারা খাতুন জানান, কাজটি পঞ্চায়েতের নয়, জেলা পরিষদের তত্বাবধানে।
গ্রামবাসীদের অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে উপর মহলকে জানানো হবে। পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

মিড ডে মিলে কারচুপি, স্কুলের গেটে তালা দিয়ে বিক্ষোভ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: প্রধান শিক্ষক দীর্ঘদিন অনুপস্থিত, মিড ডে মিলে কারচুপির অভিযোগ তুলে এবার স্কুলর গেটে তালা দিয়ে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবক ও গ্রামবাসীদের একাংশ। মঙ্গলবার বাঁকুড়ার কেঞ্জাকুড়া হাই এটাচড্ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ঘটনা। বিক্ষোভকারী অভিভাবক ও গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষক দীর্ঘদিন স্কুলে আসেননি, তবুও হাজিরা খাতায় সই রয়েছে। এছাড়াও ছাত্র ছাত্রীদের মিড ডে মিলও নিয়মিত দেওয়া হয়নি। এবিষয়ে একাধিকবার অভিযোগ জানালেও কাজ না হওয়ায় তারা স্কুলে তালা দিতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানান।
স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরাও জানিয়েছে, প্রধান শিক্ষক দীর্ঘদিন অনুপস্থিত। মিড ডে মিল অনিয়মিত মেলে, একই সঙ্গে পঠনপাঠনও ঠিকমতো হয়না বলে তাদের অভিযোগ।
অভিভাবক, গ্রামবাসী ও ছাত্র ছাত্রীদের অভিযোগকে সমর্থণ জানিয়েছেন মিড ডে মিল রান্নার সঙ্গে যুক্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যারাও। তাঁদের দাবি, চাল থেকে গ্যাস নিয়মিত মেলেনা, ফলে রান্না করাও সমস্যা হয়ে পড়েছে। এমনকি বেতনও নিয়মিত মেলেনা বলে তাঁরা অভিযোগ করেন।
স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য ত্রিলোচন কর্মকার বলেন, প্রধান শিক্ষক দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থেকেও হাজিরা খাতায় সই করেন, মিড ডে মিলে কারচুপি সহ নানান অভিযোগ মৌখিকভাবে পেয়েছি। এদিন অভিভাবকরাই স্কুলে তালা দিয়েছেন। বিষয়টি তিনি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বলে জানান। তালা বন্দি শিক্ষক সুদীপ মহাপাত্রও এই ঘটনার পিছনে প্রধান শিক্ষককে দায়ি করেছেন। স্কুল পরিচালনা থেকে মিড ডে মিল সব ক্ষেত্রেই দূর্নীতি হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেন।
খবর পেয়ে স্কুলে আসেন স্থানীয় বিডিও-র প্রতিনিধিরা। ওই প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে নারাজ। এবিষয়ে যা বলার বিডিও বলবেন বলে তারা জানান।

কর্মীদের বিক্ষোভে উত্তাল শান্তিনিকেতন

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: অধ্যাপক বিদ্যুৎ চক্রবর্তী বিশ্বভারতীর উপাচার্যের পদ থেকে সরতেই ফের পড়ুয়া, অধ্যাপক, কর্মীদের বিক্ষোভে উত্তাল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন। মঙ্গলবার বিশ্বভারতীতে ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক সংগঠন ও কর্মীদের জন জমায়েত অনুষ্ঠিত হলো। পাশাপাশি, তারা ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য সঞ্জয় কুমার মল্লিকের সাথে বৈঠকও করেন। বৈঠক করে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের হাতে মূলত তিন দফা দাবি সম্বলিত স্মারক লিপি তুলে দেন। ভার প্রাপ্ত উপাচার্য নিয়ম মেনে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান বিশ্বভারতীর ছাত্র নেতা সোমনাথ সৌ।
মূল তিনটি দাবি হল- এক, চলতি বছর পৌষমেলার আয়োজন করতে হবে। দুই, ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, কর্মীবৃন্দের উপর সকল শাস্তিমূলক পদক্ষেপ প্রত্যাহার করতে হবে। তিন, পূর্বিতা বাংলোর বেআইনি দখল মুক্ত করতে হবে। সেন্ট্রাল অফিসের সামনে জমায়েত করে মাইকে ছাত্র ও অধ্যাপক সংগঠনের সদস্যরা বক্তব্য রাখেন। তাঁরা পৌষমেলা সহ বিশ্বভারতীতে অচলাবস্থা কাটিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার পক্ষে সওয়াল করেন।
কারণ এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে ছাত্র ছাত্রী, কর্মী থেকে অধ্যাপকদের উপর প্রতিশোধমূলক সাসপেনশন ও শাস্তির খাড়া ঝুলছে। ভিবিউফা অধ্যাপক সংগঠনের সদস্য অধ্যাপক সুদীপ্ত ভট্টাচার্য বলেন, পৌষমেলা শুধু আমাদের দাবি নয়। পৌষমেলার সাথে সবার আবেগ জড়িয়ে আছে।

হলদিয়ায় প্রতিবাদ সভা

বিজেপির বিরুদ্ধেই তৃণমূলের প্রতিবাদ সভা হলদিয়ায়। বাংলার প্রতি কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনার প্রতিবাদে এই সভার আয়োজন করে হলদিয়া টাউন ব্লকের অন্তর্গত ২৭,২৮,২৯ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি, সভা থেকে বিজেপিকে জঞ্জাল পাটি বলে কটাক্ষ করেন তমলুক সাংগঠনিক তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি সেক আজগর আলী। ছবি: সেক আনোয়ার হোসেন

তারাপীঠ থেকে গ্রেফতার

মানিকতলা পিটিয়ে খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে শনিবার তারাপীঠের একটি বেসরকারি লজ থেকে চারজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ছবি: আজিম সেখ

সার্ভিস রিভালবার থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী জওয়ান

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

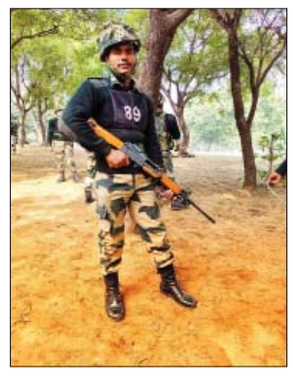

আপনজন: নিজের সার্ভিস রিভলবার থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী বিএসএফ জওয়ান। নদিয়ার শান্তিপুর ব্লকের বাগআঁচড়ার বাসিন্দা অজয় বিশ্বাস গুজরাটের বিএসএফ ক্যাম্পে কর্মরত ছিলেন। সেখানেই তিনি আত্মহত্যা করেন বলে খবর পান বাড়ির লোকজন।
সোমবার রাতে অজয়ের দেহ পৌঁছয় তাঁর শান্তিপুরের বাড়িতে। এরপর শান্তিপুর মহাশ্মশানে বিএসএফ জওয়ানরা গান স্যালুটের মাধ্যমে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর সত্কার হয় তাঁর দেহ।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তিপুর ব্লকের বাগআঁচড়া পঞ্চায়েতের বাসিন্দা নিতাই বিশ্বাসের ছেলে অজয় বিশ্বাস বিএসএফ জওয়ান, গুজরাটে কর্মরত ছিলেন, কিন্তু রবিবার সকাল সাড়ে নটা নাগাদ বাড়িতে খবর আসে যে, অজয় নিজের সার্ভিস রিভলবার থেকে মাথায় গুলি চালিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। কী কারণে আচমতা নিজেকে এভাবে শেষ করে দিলেন বাংলার এই বিএসএফ জওয়ান, তা অজানা এখনো পরিবারের কাছে। অনুমান করতে পারছেন না পরিবারের সদস্যরাও।
রবিবার ওই ঘটনার পর সোমবার গভীর রাতে বিএসএফের সহযোগিতায় গুজরাট থেকে শান্তিপুরে অজয়ের দেহ নিয়ে আসা হয়। রাতেই ওই যুবককে বিএসএফের পক্ষ থেকে গান স্যালুটের মাধ্যমে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। এর পর শান্তিপুর মহাশ্মশানে অজয় বিশ্বাসের সত্কার করা হয়। আচমকা এই ঘটনায় পরিবার-সহ বাগআঁচড়া এলাকা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।
যদিও মঙ্গলবার সকালেও শোকে থমথমে গোটা গ্রাম। তবে ২৬ বছর বয়সী বি এস এফ জওয়ান অজয় বিশ্বাসের এইভাবে চলে যাওয়ায় কিছুতেই মেনে নিতে পাচ্ছেন না পরিবার।

কলেজ স্ট্রিটে শুরু হল বই বাজার, চলবে ২৫ নভেম্বর পর্যন্ত

নায়ীমুল হক ● কলকাতা

আপনজন: কলেজ স্ট্রীট পাড়ার ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড -এর তৃতীয় তলে শুরু হল বিশিষ্ট প্রকাশকদের উদ্যোগে 'বইবাজার'! ২০ নভেম্বর বেলা তিনটায় শুরু হয় এই বই বাজার। মূলত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠুক, এই লক্ষ্যে বইবাজার শুরু। এদিন বিশিষ্ট সমাজসেবী, লেখক, লেখিকা, অভিনেতা, ডাক্তার, খেলোয়াড়, শিক্ষক নিয়ে বইবাজারের শুভ উন্মোচন করলেন শিক্ষাবিদ বংশী বদন চট্টোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার সভাপতি বিশ্ব বিকাশ কুন্ডু ও সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ। বই পাড়ার ৫০ টির ও বেশি প্রকাশক তাদের সেরা বইগুলো উচ্চ কমিশনে পাঠকদের হাতে ২৫ শে নভেম্বর পর্যন্ত তুলে দিচ্ছেন এই বই বাজারে।গল্পের ও প্রবন্ধের বইয়ের এর বিপুল সম্ভার নিয়ে এই আয়োজনের সঙ্গে প্রতিদিন থাকছে কিছু অনুষ্ঠান। প্রথম দিন থেকেই পাঠক পাঠিকা দের বই কেনার আগ্রহ লক্ষ্য করার মতো। দুপুর ১২ টা থেকে সন্ধ্যা সাত টা পর্যন্ত খোলা থাকবে বই বাজার। আসুন ,দেখুন,কিনুন এই স্লোগান দিয়ে আনন্দের বই বাজারে সবাই স্বাগত। হিন্দু, হেয়ার,সংস্কৃত কলেজিয়েট, সিটি, মিত্র,বেথুন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি,কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা,আধিকারিকদের উপস্থিতিতে এই বই বাজার প্রথম দিন থেকেই বেশ জমে উঠেছে। আয়োজকরা জানালেন মাঝে মাঝেই এই রকম বাজার তারা কলকাতা সহ অন্য জেলাতেও শুরু করবেন।

মূলনিবাসী ফ্রন্টের পদযাত্রা বাতাসপুরে

আজিম শেখ ● বীরভূম

আপনজন: পদযাত্রা ছিল বীরভূমের বাতাসপুর রেলগেটে। গতকাল মূল নিবাসী ফ্রন্ট এর পদযাত্রায় তিনটি রাজনৈতিক শরিক দল উপস্থিত ছিলেন। এই তিনটি শরিক দল একত্রিত হয়ে মূলনিবাসী ফন্ট গঠন করেন। মূলনিবাসী পার্টি অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ইউনিটি সেন্টার এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সোসিয়ালিস্ট অ্যাকশন ফোর্সেস অর্থাৎ ইনসাফ এই তিনটি শরিক দল নিয়ে মূলনিবাসী ফ্রন্ট গঠন হয়।
এই পদযাত্রায় মূলনিবাসী ফ্রন্ট এর প্রচার, ফ্রন্টের দলের আদর্শ ,শাসক দলের দুর্নীতি ,কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধেই পদযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল। ইনসাফ দলের সর্বভারতীয় সভাপতি শেখ কলিমুদ্দিন বলেন, ১৯৯৮ থেকে তৃণমূলের রাজনীতি শুরু হয়ে তৃণমূলের বীরভূম জেলার বেশ কয়েকজন নেতার দুর্নীতি তুলে ধরেন।
পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন মূল নিবাসী ফ্রন্টের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি পীযুষ গায়েন ,ইন্ডিয়ান ইউনিটি সেন্টারে সর্বভারতীয় সভাপতি কাজী কামরুজ্জামান, ইনসাফ দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অধ্যাপক শেখ কলিমুদ্দিন সহ কাজী শামসুল সাহেব সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

তালদিতে অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই ৪টি বাড়ি

মাফরুজা খাতুন ● ক্যানিং

আপনজন: সোমবার রাতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে ৪ টি বাড়িঘর পুড়ে ছারখার হয়ে গেলো।ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি পঞ্চায়েতের জনকল্যান মোড় সংলগ্ন এলাকায়।ঘটনায় দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনলেও শেষ রক্ষা হয়নি।ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ লক্ষাধিক টাকা।বর্তমানে চার টি পরিবার খোলা আকাশের নীচে।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে তালদি জনকল্যাণমোড় সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা অঞ্জন ঘটক।তাঁর বেশকিছু ভাড়ার ঘর রয়েছে। সেখানে ৪ টি ঘরে ভাড়াটিয়ারা বসবাস করতেন।সোমবার রাতে আচমকা এক ভাড়াটিয়ার ঘর থেকে ধোঁয়া আর আগুনের ফুলকি দেখতে পায় এলাকার মানুষজন।দ্রুততার সাথে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়।সেই সময় এলাকায় লোডশেডিং ছিল।পাশাপাশি ক্যানিংয়ে দমকল কে খবর দেওয়া হয়।এদিকে আগুনের লেলিহান শিখা একের পর এক ঘর গ্রাস করতে থাকে।দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়।দীর্ঘ প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল। ততক্ষণে অবশ্য চারজন ভাড়াটিয়ার বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়।পুড়ে যায় প্রয়োজন নথীপত্র সহ সমস্তকিছুই।
কিভাবে আগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটলো সেবিষয়ে অন্ধকারে এলাকার সাধারন মানুষজন সহ ভাড়াটিয়ারা। অন্যদিকে দমকল সুত্রের খবর ,সম্ভবত কি ভাবে এমন অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটলো তা তদন্ত করে দেখা হবে।
ভাড়াটিয়া সহ বাড়ির মালিকের দাবী,ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় প্রায় কয়েক লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

আমতার স্কুলে শুরু সাক্ষরতা অভিযান

অভিজিৎ হাজরা ● আমতা

আপনজন: কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা কার্যক্রম এর আওতায় রোটারি ইন্ডিয়া লিটারেসি প্রোগ্রাম এর অংশ হিসাবে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র খুলে হাওড়ার একাধিক প্রত্যন্ত অঞ্চলের বয়স্ক মহিলাদের পড়ানোর কাজ শুরু করল আমতার 'খড়দহ নিউ এজ সোসাইটি' নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।
কেন্দ্রীয় সরকারের রোটারি ইন্ডিয়া লিটারেসি প্রোগ্রাম এর সঙ্গে জোট বেঁধে ২০২৭ সালের মধ্যে সারা ভারতের প্রায় ১০ কোটি প্রাপ্ত বয়স্ক অক্ষরজ্ঞানহীনদের সাক্ষর করার লক্ষমাত্রা নিয়ে চালু করেছে ' নবভারত শিক্ষা কার্যক্রম ' এর আওতায় ' রোটারি ইন্ডিয়া লিটারেসি প্রোগ্রাম'।
এই কার্যক্রমের অংশ হয়ে হাওড়া জেলায় একাধিক পিছিয়ে পড়া এলাকার অক্ষরজ্ঞানহীন মহিলাদের নিয়ে ' বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র ' খোলার কাজ শুরু করল আমতার খড়দহ নিউ এজ সোসাইটি।পিছিয়ে পড়া এলাকার অক্ষরজ্ঞানহীন মহিলা অনেকেই নাম সই করতে না পারার কারণে ব্যাঙ্কে বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন।
অনেকে বোকা বানিয়ে তাদের প্রতারিতও করে। তাই সেই সমস্ত এলাকায় মহিলাদের সচেতন করতে ও তাদের সাক্ষর করতে সরকারী এই উদ্যোগের অংশ নিয়েছে'খড়দহ নিউ এজ সোসাইটি'।

দলকে ইউরোর মূল পর্বে তুলেও কোচের পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: মলদোভার বিপক্ষে ১ পয়েন্ট পেলেই ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপের মূল পর্বে খেলা নিশ্চিত–এমন সমীকরণ সামনে রেখে কাল শেষ ম্যাচ খেলতে নেমেছিল চেক প্রজাতন্ত্র। ঘরের মাঠে ড্র নয়, ৩-০ ব্যবধানে জিতেই মূল পর্বে উঠে গেছে চেক প্রজাতন্ত্র।

জয়ের আনন্দে খেলোয়াড়রা যখন পুরো মাঠ প্রদক্ষিণ ও সমর্থকদের অটোগ্রাফ দেওয়ায় ব্যস্ত, তখনই এল নতুন এক খবর। ম্যাচ শেষ হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই চেক প্রজাতন্ত্রের কোচ ইয়ারোস্লাভ সিলহাভি জানিয়ে দিলেন, দলের সঙ্গে এটাই ছিল তাঁর শেষ ম্যাচ। পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন তিনি! তার মানে, আগামী বছর ইউরোয় নতুন কোচের অধীনে খেলতে দেখা যাবে চেক প্রজাতন্ত্রকে।

দলকে ইউরোর মূল পর্বে তুলেও সিলহাভির এমন আকস্মিক পদত্যাগ নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মিরর বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল দলের বিপক্ষে ভালো খেলতে না পারা এবং আকর্ষণীয় ফুটবল উপহার দিতে না পারায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন সিলহাভি।

ইউরোয় জায়গা করে নিলেও দলের পারফরম্যান্স ছিল গড়পড়তা। এ বছর তাঁর অধীনে ১০ ম্যাচে ৫টিতে জিতেছে মধ্য ইউরোপের দেশটি, ড্র করেছে ৪টি এবং হেরেছে ১টি। যেসব দলের বিপক্ষে জিততে পারেনি, এর বেশির ভাগেই ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে তাদের চেয়ে পেছনে।

সিলহাভির অধীনে খেলোয়াড়রা প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে না পারার ব্যাপার তো ছিলই, সঙ্গে যোগ হয়েছিল তাঁর 'কড়া হেডমাস্টার' হয়ে ওঠা। গত শনিবার তাঁকে না জানিয়েই পানশালায় গিয়েছিলেন তিন ফুটবলার ভ্লাদিমির কুফাল, ইয়াকুব ব্রাবেক ও ইয়ান কুখতা। অভ্যন্তরীণ নিয়ম ভঙ্গের দায়ে ওই তিন ফুটবলারকে বাড়ি পাঠিয়ে দেন সিলহাভি। পদত্যাগের ঘোষণা দিতে গিয়ে সিলহাভি বলেছেন, 'যদিও আমরা এখন খুব খুশি, তবে সিদ্ধান্তটা আমি ম্যাচের আগেই নিয়েছিলাম। (চেক প্রজাতন্ত্র ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের) সভাপতি পিওতর ফুসকাকেও বিষয়টি জানিয়েছিলাম। আমি বিশাল চাপের মধ্যে ছিলাম। মাঝেমধ্যে মনে হচ্ছিল কিছুই বুঝতে পারছি না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে এটাও একটা কারণ।' চেক প্রজাতন্ত্রকে ইউরোর মূল পর্বে তোলার কৃতিত্ব দলের সবাইকে দিয়েছেন ৬২ বছর বয়সী কোচ, 'এটা আমার একার কৃতিত্ব নয়, পুরো দলই এটা বাস্তবায়ন করেছে। আমি আমার কাজ ঠিকঠাক করতে পেরেছি এবং দলকে ভালো অবস্থানে রেখে যেতে পারছি–এই উপলব্ধিটা দারুণ।'

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে চেক প্রজাতন্ত্রের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন সিলহাভি। পাঁচ বছরের বেশি সময় তাঁর অধীনে ৫৬টি ম্যাচ খেলেছে চেক প্রজাতন্ত্র। জিতেছে ২৬টি, হেরেছে ২০টি, ড্র করেছে বাকি ১০টি ম্যাচ। সর্বশেষ ২০২০ ইউরোয় ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া ও স্কটল্যান্ডের সঙ্গে 'মৃত্যুকূপে' পড়েও দলকে কোয়ার্টার ফাইনালে তুলেছিলেন। জাতীয় দলের প্রধান কোচ হিসেবে সেটাই ছিল তাঁর সেরা সাফল্য।

নেইমার-ভিনিসিয়ুস না থাকলেও ব্রাজিল নিয়ে সতর্ক মেসিদের কোচ

আপনজন ডেস্ক: আর্জেন্টিনা-ব্রাজিল সুপার ক্লাসিকো কাল। ২০২৬ বিশ্বকাপের দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল সকাল ৬টা ৩০ মিনিটে বিখ্যাত মারাকানা স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে ব্রাজিল। এমন এক ম্যাচের আগে দুই দল আছে দুই মেরুতে। আর্জেন্টিনা যখন বিশ্বকাপ জেতার পর উড়ছে, ব্রাজিল বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বাদ পড়ার পর থেকেই ধুঁকছে। সঙ্গে আছে ব্রাজিলের তারকা ফুটবলারদের চোটের সমস্যা। তবু ব্রাজিলের বিপক্ষে মাঠে নামার আগে সতর্কই থাকছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। চোটের কারণে ছিটকে যাওয়া ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও নেইমারেরও বিকল্প ব্রাজিল দলে আছে বলেই মনে করেন তিনি। বিশ্বকাপের পর টানা ৮ ম্যাচে জিতেছিল আর্জেন্টিনা। এই ম্যাচগুলোয় কোনো গোলও হজম করেনি তারা। যদিও ব্রাজিল ম্যাচের আগে উরুগুয়ের কাছে ২-০ গোলে হেরে যায় তারা। সেটা ছিল ১৪ ম্যাচ পর আর্জেন্টিনার হার। অন্যদিকে সাম্প্রতিক সময়ে ব্রাজিল অনেকটাই নড়বড়ে। বিশ্বকাপের পর খেলা ৮ ম্যাচের ৩টিতে জিতলেও হেরেছে ৪ ম্যাচে এবং ড্র করেছে ১টিতে।

আর বিশ্বকাপ বাছাইয়ের পারফরম্যান্স বিবেচনায় নিলে ৫ ম্যাচে ২ জয়ের বিপরীতে হার ২ ম্যাচে এবং ড্র করেছে ১টিতে। পয়েন্ট তালিকায় অবস্থান ৫ নম্বরে। বাছাইপর্বের সর্বশেষ ২ ম্যাচের ২টিতেই হেরেছে তারা। উরুগুয়ের বিপক্ষে ২-০ গোলে হারের পর কলম্বিয়ার কাছে হেরেছে ২-১ গোলে। সঙ্গে চোটে দীর্ঘদিনের জন্য মাঠের বাইরে নেইমার। বিশ্বকাপের পর লম্বা সময়ের জন্য ছিটকে যান তিনি। সেই চোট কাটিয়ে ফিরে থিতু হওয়ার আগে আবারও চোটে পড়েছেন ব্রাজিলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ এই গোলদাতা। রিয়াল মাদ্রিদ তারকা ভিনিসিয়ুসও চোট পেয়েছেন সর্বশেষ ম্যাচে। তাঁকে ছাড়াই আর্জেন্টিনার বিপক্ষে খেলতে হবে ব্রাজিলকে।

স্কালোনি অবশ্য মনে করছেন নেইমার-ভিনিসিয়ুসের বিকল্প ব্রাজিলের আছে, 'ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও নেইমারের দুজনই দুর্দান্ত। দুজনকে নিয়েই ভাবতে হয়। তবে আমরা জানি, তাদের বদলি খেলোয়াড়ও আছে ব্রাজিল দলে। তাদের প্রত্যেক ফুটবলারই শীর্ষ পর্যায়ের, তরুণ, দ্রুতগতির এবং অভিজ্ঞ। নিশ্চিতভাবেই তাদের কোচ ভিন্ন কিছু প্রস্তুত করে রেখেছে।'

অন্য রকম এক রেকর্ড গড়ল ভারত বিশ্বকাপ

আপনজন ডেস্ক: এবারের বিশ্বকাপ তো আর রেকর্ড কম দেখেনি! ভারত বিশ্বকাপ ছক্কা দেখেছে ৬৪৪টি, যা ওয়ানডে বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। পেছনে পড়েছে ২০১৫ বিশ্বকাপের ৪৬৩ ছক্কার রেকর্ড। সবচেয়ে বেশি শতকের রেকর্ডও হয়েছে এই বিশ্বকাপে–৪০টি। পেছনে পড়েছে ২০১৫ বিশ্বকাপ (৩৮)।

এমনকি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম টাইমড আউটও দেখা গেছে এই ভারত বিশ্বকাপে, এভাবে আউট হয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস, বাংলাদেশের বিপক্ষে। এবার মাঠের বাইরে এক রেকর্ড গড়ল ভারতে সদ্য সমাপ্ত এই বিশ্বকাপ।

বিশ্বকাপ ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি মানুষ মাঠে বসে খেলা দেখেছে এই বিশ্বকাপে। ছাড়িয়ে গেছে ২০১৫ সালের অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপ। শুধু বিশ্বকাপ নয়, আইসিসি আয়োজিত টুর্নামেন্টে সবচেয়ে বেশি মানুষ মাঠে বসে খেলা দেখেছে এবারই।

আইসিসি জানিয়েছে, ভারত বিশ্বকাপে গ্যালারিতে বসে খেলা দেখেছে ১২ লাখ ৫০ হাজার ৩০৭ জন দর্শক। যেকোনো আইসিসি ইভেন্টে যেটা সর্বোচ্চ। ছাড়িয়ে গেছে ২০১৫ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে হওয়া সেই বিশ্বকাপ মাঠে বসে দেখেছিল ১০ লাখ ১৬ হাজার ৪২০ জন দর্শক। ইংল্যান্ডে হওয়া ২০১৯ বিশ্বকাপ গ্যালারিতে দর্শক ছিল ৭ লাখ ৫২ হাজার, যেটা তৃতীয় সর্বোচ্চ।

ভারতের ম্যাচেই স্বাভাবিকভাবে আগ্রহ বেশি ছিল দর্শকদের

ভারতের ম্যাচেই স্বাভাবিকভাবে আগ্রহ বেশি ছিল দর্শকদেরএএফপি

এবারের বিশ্বকাপে দর্শক নিয়ে শুরু থেকেই আলোচনা ছিল।

বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড ম্যাচে আহমেদাবাদের গ্যালারি ভর্তি না থাকায় অনেক কথা হয়েছে। যদিও ভারতীয়রা দাবি করেছিল, সেদিনও মাঠে ছিল ৪০ হাজারের মতো দর্শক।

পুরো বিশ্বকাপেই অবশ্য ভারতের খেলা ছাড়া খুব কম ম্যাচেই গ্যালারিভর্তি দর্শক দেখা গেছে। আহমেদাবাদে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে মাঠে সেদিন উপস্থিত ছিল প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার দর্শক। আর ফাইনালে ভারত–অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে নাকি দর্শক ছিল ৯০ হাজারের কিছু বেশি। এমন উপস্থিতির কারণেই ধারণা করা হচ্ছিল, দর্শক উপস্থিতিতে এবার রেকর্ড গড়তে যাচ্ছে ভারত বিশ্বকাপ। আর সেটাই হয়েছে।

শ্রীলঙ্কা থেকে সরিয়ে নেওয়া হল অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

আপনজন ডেস্ক: স্থগিতাদেশের মধ্যে থাকা শ্রীলঙ্কা থেকে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ সরিয়ে নিয়েছে আইসিসি। আগামী বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে হতে যাওয়া এ টুর্নামেন্ট এখন হবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। আহমেদাবাদে আইসিসির বোর্ড মিটিংয়ে এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছে ক্রিকেট ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ।

শ্রীলঙ্কার জাতীয় দলসহ সব ধরনের ক্রিকেট খেলা চললেও নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হবে না, এমন সিদ্ধান্তও হয়েছে বোর্ড মিটিংয়ে। ক্রিকবাজ জানিয়েছে, শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের প্রশাসনিক অনিশ্চয়তার কারণে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আগামী বছরের ১৪ জানুয়ারি থেকে ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে হওয়ার কথা ছিল বয়সভিত্তিক এ টুর্নামেন্ট। এটির সূচি দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগ এসএটোয়েন্টির (১০ জানুয়ারি থেক ১০ ফেব্রুয়ারি) সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলেও ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার এক কর্মকর্তা ক্রিকবাজকে বলেছেন, একই সঙ্গে দুটি টুর্নামেন্ট আয়োজনে সমস্যা হবে না তাদের। এমনিতেও টি-টোয়েন্টি লিগটি সিএসএর বাইরের স্বতন্ত্র একটি সংস্থা পরিচালনা করে। দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়াও ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতকে বিকল্প আয়োজক হিসেবে ভাবা হয়েছিল। তবে টুর্নামেন্ট আয়োজনে কমপক্ষে তিনটি ভেন্যু দরকার, ওমানের আছে মাত্র একটি। আরব আমিরাত ও ওমানে যৌথভাবে আয়োজনের খরচ বেড়ে যাবে বলে দক্ষিণ আফ্রিকাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এর আগে ২০২০ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এ বছর মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপও আয়োজন করেছে তারা। এদিকে শ্রীলঙ্কার ওপর দেওয়া আইসিসির নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকছে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে বোর্ড সভায়। ক্রিকবাজকে একটি সূত্র জানিয়েছে, 'বোর্ডের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া যাবে না। (তবে) দেশে স্বাভাবিকভাবেই ক্রিকেট চলবে।' আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলাও চালিয়ে যেতে পারবে শ্রীলঙ্কা জাতীয় দল। শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের মাধ্যমেই পরিচালিত হবে দেশটির ক্রিকেট, তবে আইসিসির তহবিলের একটি সীমিত অংশ পাবে তারা। অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা অংশ নেবেও বলে জানা গেছে। দেশটির ক্রিকেট বোর্ডে সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে তাদের নিষিদ্ধ করে আইসিসি। তবে এ নিষেধাজ্ঞার ফলে কী কী হবে, এর আগে সেটি বিস্তারিত জানানো হয়নি। প্রায় এক বছরেরও বেশি সময় ধরে দেশটির ক্রীড়ামন্ত্রী রোশান রানাসিংহের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না ক্রিকেট বোর্ডের। রানাসিংহের অভিযোগ, ক্রিকেট বোর্ডে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা হচ্ছে। অন্যদিকে ক্রিকেটে হস্তক্ষেপ করছেন বলে রানাসিংহের দিকে তির ক্রিকেট বোর্ডের।

মধ্যপ্রদেশের স্থানীয় টি-টোয়েন্টিতে ভাল প্রদর্শন দেগঙ্গার সুজাউদ্দিনের

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে স্থানীয় এক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ২০২৩ এ দুরন্ত অলরাউন্ডার প্রদর্শন করলেন কলকাতা দেগঙ্গার উত্তর ২৪ পরগনার অলরাউন্ডার ক্রিকেট প্লেয়ার গাজী সুজাউদ্দিন । এই টি-টোয়েন্টি লিগে পাঁচটি ম্যাচ খেলে ১৪৯ রান করেন এবং এই টুর্নামেন্টে ৯ টি উইকেটও নিয়েছেন তিনি ,এতে একটি ম্যাচে সর্বাধিক ২৯ বলে ৫৫ রানের এক অসাধারণ ইনিংস খেলেছেন তিনি এবং ওই ম্যাচেই দুরন্ত বোলিং করে ২৩ রান দিয়ে তিনটি উইকেটে নিয়ে ম্যান অফ দা ম্যাচ হন তিনি। এবং এই টুর্নামেন্টে অসাধারণ অলরাউন্ডার প্রদর্শন করার জন্য বেস্ট অলরাউন্ডারের পুরস্কারও পান তিনি । বর্তমানে তিনি ১৮৭ টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে ৫,৬৮২ রান করেছেন এবং দুরন্ত বোলিং করে ২৭২ টি উইকেট নিয়েছেন । টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে ৩০ বার ম্যান অব দ্যা ম্যাচ ও ২ বার ম্যান অব দ্য সিরিজ হয়েছেন তিনি।

এছাড়াও টি-টোয়েন্টিতে অসাধারণ রেকর্ড আছে তার চারটিরও বেশি উইকেটের নিয়েছেন তিনি ১১ বার , এবং ৫ টি উইকেটও নিয়েছেন তিনি তিন বার। গাজী সুজাউদ্দিনের এই প্রদর্শনে উত্তর ২৪ পরগনা দেগঙ্গা মানুষ খুব খুশি ।

অতি আত্মবিশ্বাস ভারতের হারের কারণ, আফ্রিদির মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ভাইরাল'

আপনজন ডেস্ক: ১০ ম্যাচে টানা ১০ জয়। ভারতের সেই জয়গুলোও ছিল কত দাপুটে! রান তাড়া করে তারা জিতেছে ৬, ৮, ৭, ৭ ও ৪ উইকেটে। আর আগে ব্যাট করা ম্যাচগুলোতে জয় যথাক্রমে ১০০, ৩০২, ২৪৩, ১৬০ ও ৭০ রানে। দুর্দম্য গতিতে ফাইনালে ওঠা এই ভারত শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে এভাবে ভেঙে পড়ল কেন?

ফাইনালে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ইনিংসের শেষ বলে তারা অলআউট হয়েছে ২৪০ রানে। রান তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া তা পেরিয়ে গেছে ৪২ বল ও ৬ উইকেট হাতে রেখে। শেষ পর্যন্ত একপেশে এক ফাইনাল জিতে নিজেদের ইতিহাসে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ জয় করেছে অস্ট্রেলিয়া।

ফাইনালের পর থেকেই শেষে এসে ভারতের এমন ভেঙে পড়া নিয়ে বিশ্লেষণ চলছে। কেউ কেউ ভারতকেই বলতে শুরু করেছেন ক্রিকেটের নতুন 'চোকার'। তা না হয় হলো, কিন্তু ফাইনালে ভারতের এমন হালের কারণ কী?

গত পরশু ফাইনাল চলাকালেই এ বিষয়ে একটি বিশ্লেষণ দিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক শহীদ আফ্রিদি। পাকিস্তানের সামা টিভিতে ভারত দলকে নিয়ে করা সেই মন্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। কী এমন বলেছিলেন আফ্রিদি, যা এভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে! আফ্রিদির কথাগুলো ছিল এ রকম, 'আপনি যখন ধারাবাহিকভাবে ম্যাচ জিতবেন, অতি আত্মবিশ্বাস জন্ম নেবে। আমি মনে করি, এটাই তাদের পতনের কারণ।'

ভারতীয় সমর্থকদের একটি আচরণের সমালোচনাও করেছেন আফ্রিদি। ট্রাভিস হেড অসাধারণ একটি শতক করার পরও নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে উপস্থিত ভারতীয় সমর্থকেরা হাততালি দেয়নি, এটা ভালো লাগেনি আফ্রিদির। তিনি বলেছেন, 'আমাদের সবারই এমন অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমরা যখন একটি বাউন্ডারি মারতাম বা শতক করতাম কিংবা উইকেট নিতাম, ভারতের সমর্থকেরা কোনো সাড়াশব্দ করত না।'

আফ্রিদি এরপর যোগ করেন, 'ট্রাভিস হেড যখন শতক করল, দর্শকেরা ছিল চুপ। একটা ক্রীড়াপ্রেমী জাতি সব সময়ই খেলোয়াড় ও তাদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে। কিন্তু ভারতের সমর্থকদের মধ্যে এটা নেই। তথাকথিত শিক্ষিত এই সমর্থকেরা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল।'

পাওনা টাকার জন্য ম্যান সিটির বিরুদ্ধে মামলা মেন্দির

আপনজন ডেস্ক: পাওনা টাকা না পাওয়ার অভিযোগ তুলে ম্যানচেস্টার সিটির বিরুদ্ধে মামলা করেছেন দলটির সাবেক ডিফেন্ডার বেঞ্জামিন মেন্দি। যুক্তরাজ্যের কর্মসংস্থান ট্রাইব্যুনালে গতকাল মেন্দি এ মামলা দিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন তাঁর আইনজীবী ব্যারিস্টার নিক দে মার্কো।

ফ্রান্সের হয়ে বিশ্বকাপ জেতা মেন্দি ২০১৭ সালে ডিফেন্ডারদের দলবদলে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে (৬৪ কোটি ৮০ লাখ ডলার) এএস মোনাকো ছেড়ে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেন। তবে ২০২১ সালের আগস্টে তাঁর জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। তাঁর বিরুদ্ধে ছয়টি ধর্ষণ ও একটি যৌন নির্যাতনের মামলা করেন একাধিক নারী।

এরপর পুলিশ তাঁকে হেফাজতে নিলে সিটি তাঁকে বরখাস্ত করে। পরবর্তী সময়ে ইংলিশ ক্লাবটি এ-ও জানিয়ে দেয়, চুক্তির মেয়াদ শেষ হলে মেন্দিকে তারা ছেড়ে দেবে। তবে মেন্দির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের প্রমাণ না মেলায় এ বছরের শুরুতে সব ধরনের মামলা থেকে তিনি অব্যাহতি পান। আর গত জুলাইয়ে তাঁকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে মুক্তি দেন চেস্টার ক্রাউন কোর্ট। এর এক মাস আগেই তাঁর সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয় সিটির। এরপর তিনি যোগ দেন স্বদেশি ক্লাব লোরিয়ায়।

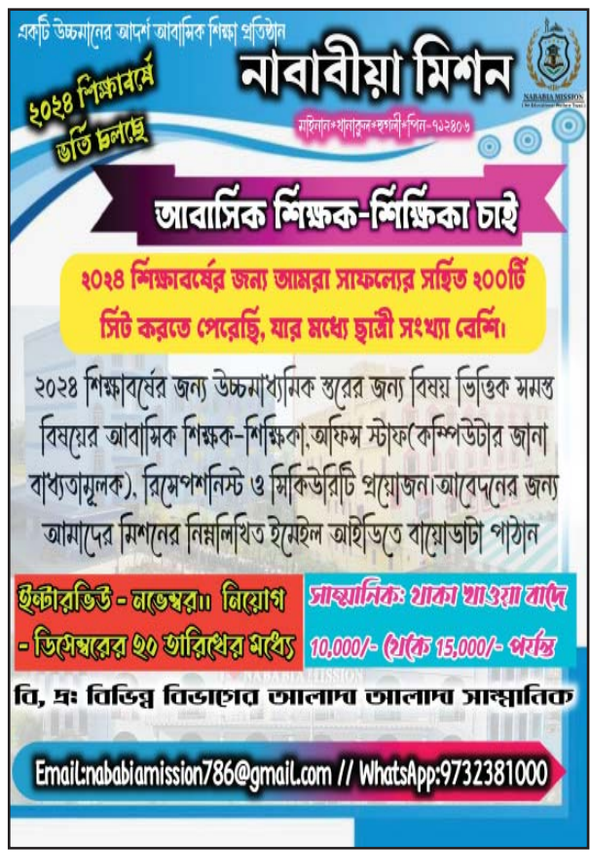

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque